॥ ব্যঙ্গসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ॥

রসসৃষ্টি করাই সাহিত্যের কাজ। সাহিত্যিক মাত্রেরই সেই সাধনা। আপন অন্তরের ভাবকে অবলম্বন করে তাঁরা এমন শিল্পসৃজন করেন যা অন্যের হৃদয়ে রসিকজনের হৃদয়ে সেই ভাবের আনন্দকে জাগিয়ে তোলে। সেই ভাব সেই আনন্দ চিরকালীন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতা, সেক্সপীয়রের নাটক, কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের রচনা এগুলি যুগযুগান্তর কাল ধরে পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগায়। বুঝতে পারি, রসসঞ্চার করা যে সাহিত্যের আদর্শ, তাতে তাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন। আদর্শ সাহিত্যের মত ব্যঙ্গের আদর্শ ও রসসঞ্চার করা যায় যদিও কিনা রসসঞ্চারকে ছাড়িয়ে বাড়তি প্রয়োজনও সিদ্ধ করে। বরং অধিকতর স্পষ্টভাবে বলা যায়, ব্যঙ্গ-সাহিত্যের পশ্চাতে সচেতনভাবে লেখকের একটি উদ্দেশ্য থাকে। রস-সঞ্চার করা যে-সকল সাহিত্যিকের আদর্শ, ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাদের সুস্পষ্ট একটি পার্থক্য আছে। এদের কাজ সৃষ্টি করা, চিরকালের মানুষের আনন্দের পাত্র পূর্ণ করা। অন্যের কাজ সমালোচনা করা, শাসন করা, প্রতিবাদ করা, সংস্কার করাও। ব্যঙ্গের কাজ এই দ্বিতীয়টি। তাহলে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের নীতি শুদ্ধ প্রাণের আনন্দের নীতি। আর, ব্যঙ্গ-সাহিত্যের নীতি উদ্দেশ্যমূলকতা। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক সুরের ভাষায় স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'নিছক সৃষ্টির আনন্দ চালিত করে Creative লেখককে, আর কর্তব্যবুদ্ধি চালিত করে ব্যঙ্গ-লেখককে। প্রকৃত কর্তব্যের মধ্যেও আনন্দ আছে, কিন্তু সেখানে আনন্দটা গৌণ, তাহার দীপ্তি তেমন সতেজ নয়। প্রকাশতার বিচারে Satirist -এর স্থান সাহিত্যিক সমাজে তেমন নয়, যেমন সমাজ-সংস্কারকের সঙ্গে।'[১]

ওপরের উদ্ধৃতি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার যে, দুই জাতীয় লেখকেরই উদ্দেশ্যমূলকতা আছে। কর্তব্যের তাগিদে না হোক, অন্তত আনন্দদানের জন্যেও শিল্পসাধনার যে-প্রচেষ্টা — তার মূলের উদ্দেশ্যগত প্রেরণা ও অঙ্গীকার

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী ঃ বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতার ভূমিকা।

করবার নয় । খাঁটি সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের পরিবর্তে যাঁরা এই জগৎ ও জীবন ব্যাপারের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য (With some definite intention) , তৎপর থাকেন — যা বিশুদ্ধ আনন্দধর্মের চরিতার্থতা নয়, পরিবর্তে কোনো বস্তুর সংস্কারের প্রয়োজনে লেখনীধারণ করেন; যাঁদের রচনায় সংসার, সমাজ, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ধ্যানধারণা বা বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা থাকে, অনেক সময় সংস্কারের দাওয়াইও থাকে, তাঁদেরই কিন্তু আমরা ব্যঙ্গকার বলতে পারি ।

ব্যঙ্গ-সম্পর্কে তেমন আলোচনা নেই । সাহিত্য হিসেবে তার একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে প্রাচীনকাল থেকেই — তবু ব্যঙ্গকার সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকটা অবহেলিত । ব্যঙ্গকার যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করে লেখেন । জগৎ ও জীবনের দিকে চাইতেই এঁদের সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টির আলোকে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি একটি সঠিক রূপ ধরে দাঁড়ায় । জোড়াতালি দেওয়া অথচ সুন্দর বাইরের চুনকামের পালিশটি ভেদ করে যায় এঁদের দৃষ্টি ; অসঙ্গতি আতিশয্যগুলি দোষ-ত্রুটি পাপ-তাপ মোহ-ভ্রান্তিগুলি ধরা পড়ে যায় । আসলে মানুষ এগুলি ঢেকে রাখতে চায় । সংসারে সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্রই এই প্রকৃতি । এইভাবে প্রতিদিনের সংসারে নয়নমনোহর মিষ্টি কথার মুখোশে ঢেকে কত মোলায়েম মিথ্যে প্রবঞ্চনা করে চলেছে, কত ঘৃণা সহৃদয়তার রূপ ধরে ফিরছে ; কত ভণ্ডামি বাঘছালের নিরাপদ বসনে মণ্ডিত হয়ে দাঁড়ায়, কত কাচখণ্ড প্রতিদিন হীরের [illegible]র অভিনয় করে চলে। সাধারণ মানুষ ভুল করতে পারে , কিন্তু আদর্শ ব্যঙ্গকারের চোখে তা পড়বেই পড়বে । সমাজেরই তিনি মানুষ, রক্ত সম্পর্কে কারুর মা-বাপ ভাই-বোন— আত্মীয়তা সম্পর্কে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে জড়িত । কিন্তু তবু সকলের মধ্যে থেকেও তিনি একক । সর্বসাধারণের মধ্যে থেকেও তিনি অনন্য । আর সকলের মত পাপ-পতনকে তিনি হজম করতে পারেন না । জুলুমবাজি ও অপদার্থতা তাঁর দুচোখের বিষ ; সমাজশৃঙ্খলা ও তার মূল্যমানের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ; মানুষের অসঙ্গতি-গুলির হাস্যোদ্দীপকতা-সম্পর্কে তিনি আশ্চর্য সচেতন । ব্যঙ্গকার অক্লান্ত সংগ্রামী ।

এতক্ষণ যাঁদের কথা বললাম তাঁরা আদর্শ ব্যঙ্গকার । এছাড়াও আরেকদল অবশ্যই আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত কারণে বা স্বার্থে ব্যঙ্গকার হন, তাঁদের সম্পর্কে অবশ্য এ সব কথাগুলি ওঠেনা, বলাই বাহুল্য । আসল কথা এই যে, সমাজের প্রতি, সমষ্টির প্রতি কর্তব্য সচেতনতা থেকেই ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি । তা যাঁদের নেই, তাদের ত সার্থক অর্থে ব্যঙ্গকারই বলা চলে না । তবে অনেক সময় দেখা যায়,

ব্যক্তিগত অপমান বা আঘাতের বেদনাকেও অনেক লেখক আশ্চর্যভাবে নিষ্ঠা ও সংযম রক্ষা করে সাহিত্যে সাজিয়ে তোলেন, শিল্পরূপ দেন — একারণ সেক্ষেত্রে কিন্তু তাঁদের আমরা কিছুতেই দোষী বলে মনে করতে পারিনা।

আগেই বলেছি কর্তব্য-সচেতনাই আদর্শ ব্যঙ্গের জনক। যুক্তিবাদ করে যে-সব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় যে-সব, সেই সব ক্ষেত্রেই স এর সূচনা। আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি — সামাজিক জীব আমাদের পরিচয় — দেশ-সমাজ সম্বন্ধে নিয়ে — তাই অন্যের দোষত্রুটি ভুল-প্রমাদ-দোষ সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতেই হয়। স্থানবিশেষে আমরা যেমন অন্যের চরিত্র বা ব্যবহারের হাস্যপরতাকে প্রকাশ করি। আবার সময় বা স্থান বিশেষে উগ্রমূর্তি ধরেও ইতস্তত করিনে। আসলে কোনো ব্যক্তিবিশেষ কেউ সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। সকলের মধ্যেই কিছুনা কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। সেহেতু আমরা সবাই সমালোচনার পাত্র, দশ-দেশ ব্যঙ্গের কারবার সম্বন্ধে নিয়ে। ব্যঙ্গ সাহিত্যের জনপ্রিয়তার মূলে এই ব্যাপারটি। সেখানে আমরা সবাইকে দেখি। সব মানুষেরই দোষ-ত্রুটি, পাপ-পতন, দোষ-ভ্রান্তি, বিকৃতি-অসম্পূর্ণতা। এক বৃহৎ দর্পণের মত। কোনো ব্যক্তিবিশেষই নয়,[২] সর্বমানবের চেহারা দেখে সেখানে আমরা উল্লসিত হই।

অনেকে মনে করেন ব্যঙ্গ-সাহিত্য যেহেতু সৃষ্টিমূলক নয়, সে ধ্বংসাত্মক। ভাঙনের মন্ত্র তার। সবকিছুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলাই তার কাজ। যা স চলে আসছে দীর্ঘকাল, ঠিকঠিক চলছে, তা শুধু ভাঙতেই পারে সে, গড়ে তুলতে পারে না। এই ধারণা অনেকেরই আছে। এই ধারণার কারণেই হয়েই Bernard Shaw-এর মত যুক্তিবাদীকেও তুলনা করা হয় 'demolition expert' - এর সঙ্গে। Mr.Kenneth Tynan নামক এক সমালোচকের উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে

২। "Satire is a sort of glass wherein beholders do generally discover everybody's face but their own; which is the Chief reason for the reception it meets in the World and so very few are offended with it. " -- Swift, Preface to The Battle of Books.

জানবার ঃ " .... if we ask a demolition expert , when his work is done : "But what have you created ?" .... Shaw's genius was for intellectual slum-clearence, not for town-planning."3

এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু পরিষ্কার । অর্থাৎ এদের ধারণা ব্যঙ্গ সবকিছুকেই শুধু ভাঙনের চোখে দেখে, অশ্রদ্ধার চোখে । জীবনের কালো কুৎসিৎ দিকছাড়া আর কিছুই তাদের চোখে পড়েনা ।

ব্যঙ্গ যে শুধু ভাঙেই সে-কথা সত্যি নয়, ব্যঙ্গ গড়েও । পুরাতন জরাজীর্ণ যা, অশুভ যা, যা অকল্যাণ , যা ক্ষতিকর তা ভেঙে ফেলে , তার মূলের গলদ-অসঙ্গতি বার করে দেখিয়ে সে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা দেয় । সমালোচনা করাই ব্যঙ্গের কাজ । এই সমালোচনা জিনিষটি খুবই কঠিন । সকলের পক্ষেই তা করা সম্ভব নয় । যিনি সমালোচনা করবেন, তাঁর থাকবে আদর্শবোধ । কী বর্তমানে আছে , এবং ভবিষ্যতে কী হবে কী হওয়া উচিত সেইটেই তিনি নির্দেশ করেন। ব্যঙ্গকার খুবই স্পর্শকাতর স্বভাবের (Sensitive) মানুষ হন, তাই দিয়ে তিনি গলদটুকু ফাঁকিটুকু ফাঁকটুকু আশ্চর্যভাবে সকলের আগে ধরতে সক্ষম হন । বাস্তবজগতে পাওয়া যায় যেমন একশ্রেণীর মানুষ আছেন, দেয়ালে একটা ফটোচিত্রকে উল্টো ভাবে ঝুলে থাকতে দেখলে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে সেটাকে সোজা করে দিতে না পারছেন , ততক্ষণ কিছুতেই স্থির হননা, এবং অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন, ব্যঙ্গকারের সংস্কারেচ্ছা বা শোধনেচ্ছাও কতকটা তেমনি ধরণের । তিনি ভারসাম্য স্থাপন করতে চান, ভ্রমকে সংশোধন করে দিতে চান, তিনি চান অন্যায়কারীকে আঘাত করে তার চেতনা ফিরিয়ে আনতে । এই কাজটুকু সাধনের জন্য তিনি অশান্ত অস্থিরতায় কালযাপন করেন ।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন রোমান ব্যঙ্গকার Horace-এর কথা মনে আসে । বিপুল ঐশ্বর্যমদমত্ত প্রাচীন রোমের সম্পদস্ফীত প্রাচুর্যের মাঝখানে বসে তার ত্রুটি

৩। The Satirist is destructive ; he destroys what is already there (and what to many people appears to be functioning quite satisfactorily), and he does not necessaxrily offers to filb the Vacuum that he has created." -- English Satire, James Sutherland, P.1.

বিচ্যুতি পতন-প্রমাদগুলিকে এতটুকু ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি। প্রবল আঘাত হানলেন Horace আত্মপক্ষের এই ভীরুতা এসেছিল তাঁর দুঃসহ অনুরাগের থেকে। তাঁর Satire গুলির দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশকালে ট্রেবেসিয়াসের কাছে এ সম্পর্কে তিনি উপদেশ প্রার্থনা করলে বন্ধুটি বললেন, "Take a rest". Horace বিস্মিত ও হতবাক : 'What ? Not Write Verses at all '?
উত্তরে বন্ধুটি বললেন, 'Yes' কথাটি সহজ বটে, কিন্তু Horace এর পক্ষে তা পালন করা দুঃসাধ্য ছিল। তিনি শুধু বলেছিলেন, "But I Can't sleep."4

প্রকৃত ব্যঙ্গকারের পক্ষে এইটিই চরম কথা ; "But I can't sleep." সমাজের গভীর অর্গলে যে অন্যায়-অনাচার অসঙ্গতিগুলি ছায়া ফেলেছে, যে পতন-গ্লানি ও অসামঞ্জস্যগুলি তীব্র হয়ে বাজছে — তা যে তার শান্তির আরামের দিনগুলি কেড়ে টুকরো-টুকরো করে দিল। তিনি ত সংসারের সাধারণ মানুষ নন, স্বার্থপর সুবিধাবাদী নন ; জীবনের মর্মমূলে বসে যে-ছোট জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য-সুষমার সবটুকু গ্রাস করে নিচ্ছে তার সঙ্গে তিনি কি করে আপোষ করবেন ; তাই প্রবল ক্ষোভের আবেগেই তিনি লেখনীহাতে ক্রুদ্ধ। প্রতি ব্যঙ্গই এক প্রবল আবেগের প্রেরণায় রচিত হয়। ব্যক্তিমনের কোন ক্ষোভ, কোন ঘৃণা, কোন অসন্তোষ থেকে তার সৃষ্টি। সেইটেই প্রকাশ করতে পারায় তার মুক্তি, অন্তরের আরাম।5

কেবল আঘাত ব্যঙ্গকারের ধর্ম প্রতিপালন করা। মানবজীবনের অনুভূতির শূন্যতা — অসঙ্গতির মধ্যে ভুল করে থাকা নয়। তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা, বিদ্রূপ ঠাট্টা পরিহাস-উপহাসে অতিরঞ্জিত করে তার সত্যকার স্বরূপ প্রকাশ করা।
এইখানেই হাস্যরসিকের (Humorist) সঙ্গে তার পার্থক্য। উভয় লেখকের বিষয়বস্তু একরকমের। ব্যঙ্গকারের মতই হাস্যরসিক মানুষের পাপ-পতন, ভ্রান্তি-দোষ এবং অসম্পূর্ণতাগুলির প্রতি সচেতন। তিনি আমাদের পতিত হতে দেখেন, এবং অনেকসময় নিজেকেও তাদের মধ্যে আবিষ্কার করেন। মানব-দুর্ভাগ্যের কোন

৪। Caeser and Christ, Will Durant, P.246.

৫। " ... much of the Worlds Satire is undoubtedly result of spontaneous , or self-induced , overflow of powerful indignation , and acts as a Catharsis for such emotions." English Satire, James Sutherland, P.9.

কাঠিন্য (rigidity), মনের অস্থিতিস্থাপকতা (inelasticity of mind) ইত্যাদি হাস্যরসিকের বর্ণিতব্য বিষয় , এবং তাঁর উপন্যাসে বা নাটকের ঘটনাসূত্রে তা জীবন্ত করে তোলেন । হাস্যরসিকের শুধু সমাজগত বাস্তবজগত থেকে এ-জাতীয় ঘটনা , চরিত্র বা অবস্থা তিনি প্রচুর সংগ্রহ করতে পারেন । এবং এদের নিয়ে হাসিয়েই তিনি সুখী, হাসতে পারা আমোদ করাতেই তাঁর সুখ । এই দৃষ্টিভঙ্গিমা থেকেই Shakespeare Falstaff- জাতীয় চরিত্র আঁকেন । এখানে Shakespeare নীতিবাদীর হাতে কলম ধরেন নি, চরিত্রকে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দিয়েছেন । আমোদ এবং আনন্দের দিক থেকেই নিয়েছেন । প্রতি হাস্যরসিকের ক্ষেত্রেই তা সত্য । তিনি দেখেন, দেখান, চিন্তাও করেন, কিন্তু কোন রায় দিতে প্রস্তুত নন ।

ব্যঙ্গকার কিন্তু তাই করেন । দোষ-অসহিষ্ণু মানুষ তিনি । দেখেন, দেখান এবং উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেন । কিছুতেই কোন অন্যায় সহ্য করতে প্রস্তুত নন তিনি । প্রচলিত জগতের ক্ষুদ্রতা-সংকীর্ণতা, মানবচরিত্রের অনুষ্ঠানের শূন্যতা, মানবসমাজের জড়ত্ব ও অসারতা — এগুলিকে রসিকতাচ্ছলেও তিনি মানতে প্রস্তুত নন । তাই বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার Bernard Shaw কে বলতে শুনি : " After all, theSalvation of the World depends on the men who will not take evil good- humouredly, and whose laughter destroys the foot instead of encouraging him.[6]

এইদিক থেকে দেখতে গেলে ব্যঙ্গকার ও হাস্যরসিকের মধ্যে পার্থক্য আছে । মানবজীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি গলদ-অসঙ্গতিকে আঘাত করা, তার মুখোশ উন্মোচন করাই যদি ব্যঙ্গকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হাস্যরসিকের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকবেই । এই বিচারের নিরিখে দেখতে পাওয়া যাবে অনেকসময় কোন লেখকের রচনায় এই মূলগত তাৎপর্যটুকু ধরতে না পেরে আমরা তাঁকে সাধারণ হাস্যরসিকের পর্যায়ভুক্ত করে থাকি । অনেক সমালোচক আসলে পাপ ও পতনকে আঘাত করাই Comedy-এর কাজ মনে করেন । সুবিখ্যাত Philip Sidney মনে করতেন হাস্যরসিক কবির কাজ হচ্ছে যা কিছু জীবনের সাধারণ

৬। The Quintessence of Ibsenism(1929 ed) P.186-- G.B.Shaw.

ভুল-ভ্রান্তি তার হাস্যকর দিকটি এমনভাবে উপস্থিত করা, যাতে দর্শক নিজের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত রচনাকে Comedy এর সংজ্ঞাযুক্ত করলে ও প্রকৃতপক্ষে এগুলি Satire-এর উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করে। বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার Vanbrough ,Congreve, প্রভৃতি Comedy এর আদর্শ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে Satire- এরই ধর্ম। আগেই বলেছি যে নীতি-নিরপেক্ষতা কমেডি-রচয়িতার ধর্ম নয়। তা হচ্ছে Satirist এর ধর্ম। তাই যখন দেখা যায় রচনায় লেখক নিজের অজান্তেই নীতি-ধর্মের প্রতি নিরাসক্ত ভাব হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর রচনা হয়ে ওঠে Satire; এবং এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য এই যে, ব্যঙ্গকারের রচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ যখন পাঠকের মনকে আর সেদিকে সচেতন করে তুলতে অক্ষম হয়, তাঁর মতের অনুকূল করে তুলতে ব্যর্থ হয়, তখন আর তা Satire থাকেনা।

ব্যঙ্গকার প্রথম থেকে উদ্দেশ্যসচেতন লেখক। শিকারী যেমন সতর্ক পায়ে বনের ভিতরে শিকারের পিছনে তাড়া করেন, একটুও লক্ষ্যচ্যুত হন না। এক স্থিরদৃষ্টিতে শিকারকে অনুসরণ করতে করতে একসময় নিপুণ হাতে তীর নিক্ষেপ করেন, ব্যঙ্গকারের স্বভাবও তাই। যা-কিছু মানবস্বভাবের আড়ালে, যা ঢাকা দিয়ে রাখাই রীতি, ব্যঙ্গকার তা উদ্ঘাটন করেন; মুখোশটা লোকের চামড়ার এক আঘাতে খুলে ফেলেন। যা তিনি আমাদের দেখান তা যে অনেক সময় আমরা জানি না, তা নয়, বরং চেনেই আমাদেরই দেখে নিয়ে চলি। কিন্তু ব্যঙ্গকারের প্রকাশ ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রভাবিত করে যা তিনি দেখাতে চান, তা দেখাতে বাধ্য করে। অনেকখানি এটি নির্ভর করে তাঁর দেখাবার পদ্ধতিটিতে, তাঁর প্রকাশের বিশেষ উপস্থাপনের কৌশলে। এই বিশেষ রীতিতেই ব্যঙ্গকার Suift তাঁর Modest Proposal - এ যখন আইরিশদের প্রতি ইংরাজের দুর্ব্যবহার ফুটিয়ে তোলেন, তখন তা পরম উপভোগ্য ব্যঙ্গ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী' ও প্রচলিত শিক্ষানীতির প্রতি উপভোগ্য ব্যঙ্গ।

ব্যঙ্গসাহিত্যের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছি। একজাতীয় ব্যঙ্গে আক্রমণ চালান হয় তীব্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যঙ্গকারেরা হাসি দিয়ে উদ্দেশ্যসাধন করেন, আর এ-ছাড়াও অন্যজাতীয় ব্যঙ্গকার আছেন যাঁরা ঘৃণা দ্বারা চালিত হন।

৭। English Satire, James Sutherland, P.3-4.

৮। "We must be prepared to find the Writer of Comedy using his moral neutrality and slipping into Satire, and the Satirist occassionallyloosening his control over the reader and relaxing into Comedy." Ibid. P.10.

তীব্র আক্রমণ চালিয়ে মানুষকে সংশোধনের যাঁরা পক্ষপাতী , তাঁরাও কিন্তু মানুষকে ভালোবাসেন । তাঁরা হন অসাধারণ আদর্শবাদী মানুষ । তীব্র দোষ-অসহিষ্ণুতা তাঁদের স্বভাব । মানুষের সব পাপ-পতন ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গলদ-অসঙ্গতির দিকে তাঁরা নজর রাখেন । একটিন আদর্শচ্যুতিও তাঁদের কাছে অসহ্য । এমন কঠিন কলমে কশাঘাত করেন যে সহানুভূতির ছিটে ফোঁটাও থাকে না । কারণ, যে বস্তু , বিষয় বা ঘটনাকে তাঁরা আক্রমণ করেছেন , তার প্রতি পাঠকের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগলেও তা হবে লেখকের পক্ষে উদ্দেশ্যচ্যুতি । [9] প্রাচীন রোমের XXXX ক্ষীয়মান সংস্কৃতির যুগে এমনি করেই কলম XXX ধরেছিলেন Persius, Juvenal প্রভৃতি । রোমের যুগজীবনে তখন ক্ষয়িষ্ণুতার সর্বব্যাপী প্রসার । দেশের যুবকসমাজে নানা দুর্নীতির আক্রমণ । তারা অলস, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ , (Slaves to Passion) স্বাধীনতার আদর্শচ্যুত । Juvenal এর 5th Satire -- এ তাই তীব্র আক্রমণের সুর XXXXXXXXX ধ্বনিত হল ।—

> Ay ; there's the Man , whp loos'd from lust to pelf
> Less to the Proctor owes, than to himself .
> But write him down a slave, who humbly proud,
> With presents bags preferments from the Croud;
> That early Suppliant, who saluted the Tribes,
> And sets the Mob to s scramble xpx for his bribes.

যুগজীবন-প্রসঙ্গে Juvenal বলেছেন নিজেই — " We are arrived at the Zenith of Vice and posterity will never be able to surpass. " [10]

---

9. The Satirist is bound by his profession to dwell upon the faults. He cannot point out the merits XXXXX of his characters without disturbing the tone of sentiment to which he appeals."
Mark Pattison , Introductory to Pope's Satire and (Oxford) P.12.

"The less sympathy we have with men the more exquisite is one enjoyment of their folly ; Satirical delight is closely akin to cruelity ." -- The Sense of Beauty, George Santayana, P. 254.

10. Juvenal - BK 1. P.141. Loeb Library.

যুগজীবনের নষ্টামি আর পাপাচারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন Juvenal, আর তাই তাদের আঘাত করতে গেলে তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কশাঘাতের প্রয়োজন অনুভব করলেন তিনি। তাঁর First Satire-এর আক্রমণ পরিকল্পনায় তিনি কোন কিছুকেই নর নারীর কোনো দিকে বাদ দেননি — " All that men are engaged in , their wishes, fears, anger, pleasure, Joys, and varied pursuits, form the hotch-potch of my work." ...

যারা শঠ এবং প্রতারক — মুখে ভদ্রতার বাক্যচ্ছটা অথচ ব্যক্তিগত জীবনে পাপাচারী, যারা ধর্মবান অথচ ইন্দ্রিয়াচারী, —সর্বোপরি সমাজের যেই নারীকুল —যারা সকল প্রকার পাপ-কলুষ অনাচার-ব্যভিচারের কেন্দ্র — তাদের তিনি দোষ-অনাবিষ্কৃতচিত্তে আক্রমণ চালিয়েছেন। Juvenal দেখিয়েছেন, নারীর বক্রবুদ্ধির আদর্শ কিংবা নীচ এমন নারী তাদের পুরুষোচিত আচরণে এমন আশ্চর্য জীবন অতিবাহিত করেছে যে তাদের রচনাই দুষ্কর। তিনি এমন এক নারীর কথা বলেছেন যে পাঁচ বছরের মধ্যে আটটি বিয়ে করেছে। এক ব্যভিচারিণী স্ত্রী তার স্বামীকে বলছে, " Did we not agree that we should both do as we liked ?" তাঁর দৃষ্টিতে রোমের সমস্ত নারীই দুর্বিনীত, অহংকারী, ছলনাকারিণী, অমিতচারিণী, দাম্ভিক ও ব্যভিচারিণী, এবং প্রতিটি বিবাহই একেকটি বিচ্ছেদ। সুস্পষ্ট করেই তাই তাঁকে বলতে শুনি, 'Oh, may the God save us from a learned wife "[11] ইংরাজ ব্যঙ্গকার Langland ও ছিলেন ঐ দলের দলে।

ব সহানুভূতিহীন আক্রমণের মুখেও আরও অনেক বেশি মুক্তি পাওয়া যায়। যেহেতু দোষ-ত্রুটিকে আঘাত হানতেই হবে, কিছুকেই ছাড়া হবেনা, তাই আক্রমণ-পরিকল্পনাকালে ব্যঙ্গকারকে সচেতন থাকতে হবে পাঠক-সম্পর্কে।

11. Juvenal, 6th Satire, P. 228.

ব্যঙ্গকর- বিষয়, উদ্দীষ্ট ব্যক্তি বা ঘটনাকে আক্রমণ করতে হবে সহানুভূতিহীন হয়ে। তাই একজন সমালোচককে স্পষ্টই বলতে শুনছি — "Satire and the sympathetic feelings are absolutely incompatible ..... aim is to kill any xyx sympathy which the reader may feel for the subject of his satire."12

আবার এ জাতীয় আক্রমণের পক্ষে বাঙলা সাহিত্যের একজন ব্যঙ্গকারকেও সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে শুনি,—

'দুষ্ট নাশিতে, দোষীদের দোষ নাশিতে, শিশুর বাড়াতে জ্ঞান
কঠিন হইতে হয় বা যদিও লাগে তার প্রাণ।
আদরের সাথে চাবুকখানাও হাতে হাতে রাখা চাই —
পশুদের দেহে মেদিনী বাঁদরের দেখা দাও যদি নাই।'[১৩]

Swift-এর অনেক ব্যঙ্গরচনাতেই এই আক্রমণমূলক ব্যঙ্গের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।[১৪] অন্যদিকে, আরেক জাতীয় ব্যঙ্গকার আছেন, মানুষকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করে জর্জরিত করে তোলাই যাদের কাজ নয়। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাঁরা মানুষকে সমালোচনা করেন। কেননা মানবসংসার তাঁদের বড়ো প্রিয়। কিন্তু তবে হয়তো আস্ফালন বা চাবুকহানা অপরকে ভর্ৎসনা — এর কোনটিই তাঁদের কাজ নয়। মানুষের ভুল-ত্রুটিগুলো তাঁরা দেখিয়ে দেন, সংশোধন করতে সাহায্য করেন। Mulgrave তাঁর Essay on Poetry (১৬৮২) তে বলেছেন স্পষ্টভাবেই :

In Satire too the wise took different ways
To each deserving its peculiar praise ....
... Men aim rightest when they shoot in jest.

১২। Augustan Satire : Intention and Idiom in English Poetry, 1660-1750 (1982) , Chap 11 , IAN JACK.

১৩। চাবুক কবিতার সজনীকান্ত দাস।

১৪। তাঁর তীব্র ভয়ংকর আক্রমণের দৃষ্টান্ত হিসেবে A modest Proposal (1729) এর উল্লেখ করা যায়। দুর্দশাপীড়িত Ireland যখন তার দৈন্যতার শাসনের জন্য তাদের সন্তানদের খাদ্য হিসেবে ইংরাজদের দিয়ে দেয় : — " I grant this food will be somewhat dear, and therefore very popular for landlords, who, as they xxxxxxxxxxx have already devoured most of the parents, seem to have the best little of the children."--

ব্যঙ্গ জ্বালাময় ও ভয়ংকর।

হাসি দিয়ে আলোচনা ও আক্রমণের পক্ষে বাংলা সাহিত্যের বীরবলও বলেন,

'আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মল অনল,
দগ্ধ করে এ পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি ।'[15]

বিদ্রূপের হাসিতে উদ্দীপনা পাত্র বা বিষয় বা ঘটনার অনুজ্জ্বল দিবালোকের মত সুস্পষ্ট করে দেখা যায় । এর কাজ হল কোনো হাস্যোদ্দীপকতা নিজের এবং অন্যের চোখে ফুটিয়ে তোলা । হাস্যরসিক ব্যক্তিরা কখনো আমোদ করেন অপরের অপদার্থতা —অসম্পূর্ণতা নিয়ে, কখনো তার জীবনের কোন আতিশয্য অথবা অসঙ্গতি নিয়ে । রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

'তবু যখন দেখতে পাই যেমন দেখেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায় ধনীর দৈন্যের অবিচারে
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে ।'[16]

ইংরাজি সাহিত্যের খ্যাতনামা সমালোচক Ronald Nox কেও বলতে শুনি, "Satire borrows its Weapons from the humourists " এ জাতীয় হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গের সমর্থক Ed. Garnett বলেন, " Without humour Satire is invective " সাধারণ হাস্যরস এ নয় । Humour এর সঙ্গে এরই পার্থক্য সুন্দররূপে দেখিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান সমালোচক, 'হাস্যরস হাসিতে হাসিতে কাঁদায়, শ্লেষ হাসিতে হাসিতে ভাবায় । হাস্যরসের গতি হৃদয় হইতে হৃদয়ে, শ্লেষের গতি মস্তিষ্ক হইতে মস্তিষ্কে, হাস্যরসিক পাঠকের সমবেদনার সমতলে স্থাপিত, হাস্যরসিক পাঠকদের একজন, শ্লেষিক পাঠক হইতে স্বতন্ত্র .... হাস্যরসিক বন্ধু আর শ্লেষিক শিক্ষক ।'[17] সাধারণ হাস্যরসিকদের সঙ্গে ব্যঙ্গরসিকের পার্থক্যলক্ষণ তাহলে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । সাধারণ হাস্যরসিকের হাসি নির্মল । তাঁর ব্যক্তিস্বভাব ও হৃদয়ের নির্মল অনুভূতির মধ্যে স্বতঃই ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে হাসি ।

১৫। হাসি ও কান্না, সনেট পঞ্চাশৎ, প্রমথ চৌধুরী ।
১৬। দৌঁতুতির জন্মদিনে কবিতায় ।
১৭। কমলাকান্তের দপ্তরের ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী ।

তিনি নম্র ও আত্মভোলা মানুষ। তাঁর হাসির আড়ালে থাকে মানুষের প্রতি প্রবল সহানুভূতি ও আন্তরিকতা। মনীষী কার্লাইল এই হাস্যরস সম্পর্কে বলেছেন উক্তি, '...... it is not contempt ; its essence is love", স্টীফেন লীকক্ হাস্যরসের সংজ্ঞা দেন "Kindly contemplation of life" জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি, সত্যের প্রতি এক উদার সমদর্শিতা, চিন্তাশীলতার সহিত আত্মসমালোচনার এক মিশ্রিত অনুভূতি এগুলিই হলো Humour - এর বৈশিষ্ট্য।'[১৮]

ব্যঙ্গের হাসি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হাস্যরসিকের হাসি যদি নম্র ও উদ্দেশ্যহীন হয়, তবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে ব্যঙ্গকারের হাসির অবস্থান। মানুষকে সংশোধন করবার প্রয়োজনে এঁরা হাস্যরস সৃষ্টি করেন। এঁরা জানেন মানুষকে শোধরাবার সবচাইতে শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে তাকে হাস্যাস্পদ করে তোলা। ব্যঙ্গকারের হাসি তাই উদ্দেশ্যমূলক। ভণ্ডের ভণ্ডামি, মূর্খের বিকৃতি, সমাজের গলদ-ত্রুটি এরাই হাস্যরসস্রষ্টার উপাদান হয়ে যায়। এরাই প্রিয় শিকার নিয়ে মজা করে ব্যঙ্গকার আমাদের হাসান। তা হলে দেখা যাচ্ছে হাস্যরসের প্রকৃতি এ-ক্ষেত্রে ব্যঙ্গকারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অস্ত্র-উপায়মাত্র। শিশু তিক্ত কুইনিনের বড়ি খেতে চায় না, কিন্তু সেই বড়িতেই এতে তার প্রবৃত্তি, চিনির মোড়কে তাই শর্করাবৃত। Sugar-Coated। বড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। সেটাই হলো তাই আজ ব্যঙ্গকারের হাসি ছদ্মমাধ্যম।[১৯] নির্দোষের কাছে মজা সান্ত্বনার চাতুরী মাত্র। ব্যঙ্গকারের হাসি তাই রূঢ়, তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময়ী। আসলে তাঁর মত বাস্তব নিজের দোষ আবিষ্কার করতে চায়।

এই অবস্থায় কাজ কিছু কঠিন হয়। সংস্কারকের প্রয়োজনে আমরা উপদেশ দিয়েও দেখি। কিন্তু উপদেশে কাজ বিশেষ হয় না। বড়াই বা ভর্ৎসনার মানুষকে যেমন ক্ষুব্ধ করে, উপদেশও মানুষকে তেমনি অনেকসময় অসন্তুষ্ট করে তোলে। উপদেশের প্রতি সাধারণ মানুষের স্পৃহার অভাবেও কিন্তু মনে মনে সে আপন অন্যায়কেই সমর্থন করে চলে। তারা উপদেশদাতার সঙ্গে আর যাই থাক,

---

১৮। বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, পৃঃ ৩৬ ঃ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।
এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য ঃ " The essence of what we call humour is that amusing weaknesses should be combined with an x amicable humanity." The Sense of Beauty. G.Santayana. p.254.

১৯। 'সাহিত্যে যেখানে আমাদের মিষ্টি হাসিই হাসতে হবে, এখানে আমি চাই না। ... হাসতে বিদ্রূপের হাসিরও যথেষ্ট স্থান থাকে। .. উদ্দেশ্য বিশিষ্টতার গুণেই হচ্ছে হাসি।' — সাহিত্যে চাবুক ঃ বীরবলের হালখাতা।

আঘাত নেই। আর আঘাত নেই বলেই অন্যায়ের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা উপদেশের দ্বারা সাধারণতঃ নষ্ট হয়ে যায় না। অন্যদিকে ইস্কুল মাস্টার সুলভ নীতিজ্ঞানধারী মানববিশেষকে কেউ স্কুলটাস্কের বাইরেএক বিশেষ আত্মীয়তার অধিকার দান করতে চায় না। ব্যঙ্গকারেরা তাই এ জাতীয় কর্তব্যসাধনে হাস্যরসের ছদ্মবস্ত্র ব্যবহার করেন। হাস্যরসকে শিখণ্ডীর মত রেখে তার অন্তরাল থেকে বাণ মেরে চলেন। আঘাত ও চট্ করে বোঝা যায় না। হয়ত নিরীহ পাঠক কিংবা দোষদুষ্ট লোকটা বা মানুষ খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু যে মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মত সহসা নিজেকেও আক্রমণের পাত্র বলে উপলব্ধি করা যায়, তখনই তার মুখের হাসি যায় মুছিয়ে।

যুক্তির কথা হয়ত শাঁসাল, কিন্তু ব্যঙ্গের কথা আরও মর্মস্পর্শী। তাছাড়া ব্যঙ্গকারের দিক থেকে হাস্যরস ব্যবহারই সবচাইতে নিরাপদ। কারণ কাউকে আঘাত করলে সেও ফিরে প্রত্যাঘাত হানতেই চাইবে। আঘাত না হানুক, অন্তত শত্রুতার সৃষ্টি যে হবে তা বলা যায়। কিন্তু ব্যঙ্গকার সকলেরই বন্ধু। কারো সঙ্গে শত্রুতা করবার ইচ্ছে তার আদৌ নেই। তাই তিনি হাসি দিয়ে অপ্রিয় কর্তব্য করেন। তার ভুল ভ্রান্তি অসঙ্গতি ইত্যাদি নিয়ে সে যে উপহসিত হচ্ছে এইটে তাকে বুঝিয়ে দিতে চান। সেটুকুই যথেষ্ট। কারণ, কুকুর কিংবা বানরের মত মানুষও — কেউ তাকে নিয়ে হাসুক এটা পছন্দ করে না।[২০]

আঘাত করে যাঁরা ব্যঙ্গ আক্রমণের সূচনা করেন তাঁদের রচনার পশ্চাতে থাকে প্রায়ই তীব্র ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। কিন্তু হাস্যরসিক ব্যঙ্গকারের রচনায় বিদ্বেষ-অসূয়া থাকে না। অনেকেরই মতে এ-জাতীয় ব্যঙ্গ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন, "ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া কাহাকেও তিনি গালি দেন না। কলির উপর রাগ আছে বটে, তাছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ।" তখনও এই হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়। প্রাচীন যুগ থেকে অনেকেই এঁতে কৃতকার্য হয়েছেন।

২০। এই প্রসঙ্গে Moliere-এর বিখ্যাত উক্তি স্মরণযোগ্য — "One can easily put up with a rebuke , but one cannot bear chaft. One may have no objection to being wicked but one hates to be rediculed."-- Preface to Le Tartafe.

Canterbury Tales -- এর আড়ালে ব্যঙ্গকার চসারের কৌতুক হাসি শোনা যায়। য়ুরোপের নবজাগরণযুগের অন্যান্য মনীষী ইরাসমাসের The Praise of Folly আগাগোড়া হাস্যোদ্দীপক। কেন জনসনের নিজের ভাষাতেই - "to sport with human follies." এমনি কত উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক কমেডি এরিস্টোফেনিসের The Clouds নাটকটা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। নবযুগের মানুষের নবজীবনাদর্শ ও প্রগতির বাণীকে এই নাটকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সক্রেটিস এই নবযুক্তিবাদের প্রধান স্তম্ভ। নাটকে দেখতে পাই Pheidipplides নামক নব্যযুগের আলোকপ্রাপ্ত এক যুবক তার পিতা Strepsiades - কে প্রহার করছে। এবং এই প্রহারের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতেও ছাড়ছেনা। সে বলছে তার বাবাকে - "Did you not beat me when I was a boy ?" এ রকম উদ্ভট কারবার দেখে কার না হাসি আসে। সারভানটেসের Don Quixote -- এর কথা, Keliere -- এর নাটকগুলির কথাও মনে আসে। বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর শ্রেণীর রচনায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়, অমৃতলাল বসুর নাটকে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে এ জাতীয় অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হাসির দৃষ্টান্ত রজনীকান্তেও দেখি। রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুক' বা অন্যান্য শ্রেণীর প্রচুর রচনাগুলি, রাজশেখরের গল্পগুলি এজাতীয় ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হাসির ছলে অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই এদের বৈশিষ্ট্য। পরশুরামের গল্পের কার্তিক যখন একটি স্ত্রীর মধ্যে 'বল্লরী বাড়ুজ্যের মতন রূপসী, মিসেস চৌবের মতন সাহসী, জিগীষা দেবীর মত লেখিকা, মেজদির ননদের মতন রসিকা, লোটি রায়ের মতন গাইয়ে' চায় তখন তার আড়ালে পুরুষ-স্বভাবের প্রতি প্রযুক্ত ব্যঙ্গে হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে।

এই তীব্র আক্রমণমূলক ও হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গগুলির কথা ছেড়ে দিলেও আরেক শ্রেণীর ব্যঙ্গরচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় -- যেগুলির পশ্চাতে এগুলির মত উদ্দেশ্যবোধ বা আদর্শবাদ কাজ করে না। আক্রমণমূলক রচনাগুলির লেখকেরা মানুষকে আঘাত করলেও তাঁদের আসল ইচ্ছে কিন্তু প্রিয় মানুষসমাজের সংস্কার বা মানুষের সংশোধন। কিন্তু তৃতীয় প্রকার ব্যঙ্গরচনার পশ্চাতে এমন কোনকিছুই থাকে না, পরিবর্তে থাকে ঘৃণা। আঘাত ও আক্রমণের মাধ্যমে প্রিয় মানব সমাজের সংস্কার নয়, এঁদের রচনার পশ্চাদ্বর্তী পটভূমিকা রচনা করে ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য, যন্ত্রণা, জ্বালা, তিক্ততা অথবা অভাববোধ। অনেক সময় দেখা যায় জীবনের সুখ সাধ ও আহ্লাদ পরিতৃপ্তির পথে কোন বাধা এদের ক্ষুব্ধ করে তোলে, ব্যক্তিগত জীবনের অকৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার বেদনাও অনুষ্টকরে। তখন এঁরা

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন অথবা প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তিদ্বারা চালিত হন। সত্যের বড় কথা যে মানুষের সেবা তা আর তখন তাঁদের মনে থাকেনা। তখন একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে এঁদের বক্তব্য হয় উষ্মা ঘৃণা ও বিদ্বেষযুক্ত। জগত ও জীবন তাঁদের লেখনীতে তখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকররূপে গণ্য হয়।

মনে রাখতে হবে, জীবনকে এমনি সংকীর্ণ করে দেখবার মধ্যে কোন সত্য নেই, কোন কৃতিত্ব নেই। জীবনে লাভ-লোকসান, ক্ষয় ক্ষতি, জুয়াচুরি, শত্রুতা থাকেই — এগুলির প্রতি লেখকের নৈর্ব্যক্তিক Impersonal। দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত হওয়া চাই। ব্যক্তার অসমান দিকে চিত্রিত করবেন, অন্যায়কে ফুটিয়ে তুলবেন, অসঙ্গতি ও অসাধারণতার মুখোস উন্মোচন করবেন। এই-ই তাঁর কাছে আশা। সুন্দর ও সুসংস্থ জীবনের দিকে আমাদের আকর্ষণ করবেন। কিন্তু তার পরিবর্তে ব্যক্তিজীবনের অভাব-নৈরাশ্য, তিক্ত-বিরক্তি ঈর্ষা-সন্দেহ প্রভৃতি রচনা কখনই কাম্য হতে পারে না, সেগুলি দুর্গন্ধপূর্ণ কুৎসার। Lampoon। রূপে দেখা যায়। ব্যঙ্গের যে প্রধান আশ্রয় যুক্তি-বুদ্ধি ও চাতুরিকতা, তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে এগুলি ব্যঙ্গ-পদবাচ্য হয় না। যদিও শক্তিমান লেখকের হাতে এ অবমাননাপূর্ণ সার্থক শিল্প হতে পারে, রচনার গুণাগুণও অনন্য হতে পারে। কিন্তু মূলধর্মের দিক থেকে তা বিচ্যুত হয়। বিখ্যাত আইরিশ ব্যঙ্গকার Suift-এর কথা প্রসঙ্গতঃই এই প্রসঙ্গে মনে আসে। তাঁর Gulliver's Travels এক আশ্চর্য স্বাদু রচনা। কাহিনী বর্ণনা ও উপস্থাপনা এবং সাহিত্যিক সিদ্ধির গুণাদিগুণে এ যতই অনবদ্য হোক না কেন, এর পশ্চাতে আছে লেখকের ব্যক্তিজীবনের অভাব হতাশা ও নৈরাশ্যবোধের বেদনা। বিশেষভাবে Voyage to Lilliput. অংশে টেলিস্কোপের উল্টো দিক দিয়ে আমরা শিশুদের ক্ষুদ্রাকৃতি নিজেদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের কাজকর্ম, ভাবা-ভাব ব্যবহার সবকিছুই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর করে ক্ষুদ্রের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। Houyhuhums - দের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি মানুষদের ইতরপ্রাণীর চাইতেও নিম্নশ্রেণীর পর্যায়ে নামিয়ে অঙ্কিত করেছেন। বড় দুঃখেই ঐতিহাসিককে তাই বলতে হচ্ছে,
" In him Reason, as the eighteenth Century Understood it. Commited suicide." 21.

২১। The outline of Literature, Edited by John Drinkwater.

পূর্ববর্তী আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে ব্যঙ্গ-সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক, তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, বিবুধজন যে কোন বিষয় তার অবলম্বনীয় হতে পারে। রাজনীতি, ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও এদের অন্তর্গত। প্রাচীন গ্রীসের ব্যঙ্গকার Aristophanes রক্ষণশীল নীতির সমর্থনে Socrates কে আক্রমণ করেছেন। ইংরাজ কবি Skelton-এর আক্রমণের পাত্র সেকালের ধর্মজীবন — বিলাসভোগের Cardinal Wolsey; কখনও ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ কখনো বা রাজনৈতিক দলের প্রতি আন্দোলন মুখর। ফরাসী সাহিত্যের Voltaire-এর আক্রমণ সমাজের ওপরে যতটা, রাজার ওপরেও তাই। Moliere-এর রচনায় ধর্মব্যবহার ও প্রচলিত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে আঘাত আছে। বিশ্বনন্দিত Bernard Shaw মানুষের সমগ্র দুর্বিপাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরে তখনকার বাঙালীজীবনের নানা দিককে ব্যঙ্গ আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের আক্রমণ সবজান্তাদের প্রতি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ পরিচালনা করেছেন প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্যঙ্গের পাত্র যে-কেউ বা অবস্থা-অনুসারে যে-কোন জিনিষ হতে পারে। যুগজীবনে যখন অভাব-নৈরাশ্য, ক্লান্তি ও ক্ষোভ — যুগসম্পৃক্তিই যখন ক্ষীয়মান — তখন মানুষের জীবনে পদে-ভ্রান্তি, পাপ-পতন, প্রমাদ-ভ্রান্তি দেখা দিতে বাধ্য। ব্যঙ্গ তাকে সংশোধন করে। আবার যখন যুগজীবনে উদ্দীপনা — তখনও মানব-হৃদয়ে নানা চাঞ্চল্য-চাপল্য কিছু সামাজিকতা দেখা দিতে বাধ্য; সমৃদ্ধি ও সমারোহের মধ্যেও জীবনের অসঙ্গতি হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গ সেখানেও আপন কর্তব্য-সম্পাদনে সচেতন হয়। Shakespeare ও Ben Jonson ও একই যুগের সৃষ্টি। ইংল্যান্ডের জাতীয় জীবনে তখন নবজাগরণের উদ্দীপনা। Shakespeare-এ ফুটে উঠেছে সৃষ্টিকারী আত্মার সৃজনধর্মী উল্লাস, আর Ben Jonson এ দেখি একই যুগের আতিশয্য অনাচারের চিত্র। আবার, আক্রমণই কখনও শুধু এ-জাতীয় সাহিত্যের মূল লক্ষ্য হতে পারেনা। আক্রমণের পেছনে আদর্শবোধ থাকা চাই। এই আদর্শনিষ্ঠাই তাঁদের প্রবৃত্ত করে রচনায়, তাঁদের অনুপ্রাণিত করে দুঃসাহসিকতার পথে এগোতে। ইংরাজ ব্যঙ্গকার Butler কৃত সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য — " A Satyr is a Kind of Knight Errant that goesupon adventures , to Releave the Distressed Damsel Virtue, and Redeeme Honour out of inchanted Castles, And opprest truth, and reason out of the Captivity of Gyants or Magitians. " 22

---

21. Character, Buttler, P 469,

22. The life of Greece, Will Durant , P 429.

ব্যঙ্গকার শুধু অন্যকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না। তাঁর প্রিয় মানবসমাজকে বিপথে চালিত হতে দেখে তিনি যন্ত্রণা অনুভব করেন। তাদের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে তিনি সত্যপথে ফেরাতে চান। এইসব বিপথগামী মানুষদের মধ্যে ব্যঙ্গকার নিজেও থাকেন অনেক সময়। তাঁর মধ্যে থাকে একটি সূক্ষ্ম বিবেচনা শক্তি — দোষ-ভুলাদিতে সংসার ও সমাজের জগৎ ও জীবনের কতটুকু পর্যন্ত ব্যঙ্গের উপযুক্ত তার বিচার হয়। তাতে করে তিনি নিজেও আক্রমণের পাত্র হন। ব্যঙ্গকার যার সমালোচনা করেন তা নিজের মধ্যে থাকলে তিনি এর অনধিকারী। এটি তার বিশেষ ত্রুটির কারণ হয়। বিখ্যাত গ্রীক ব্যঙ্গকার Aristophanes-এর মধ্যে এই দোষ ছিল বলে ঐতিহাসিকের কশাঘাত থেকে তিনি মুক্তি লাভ করতে পারেন নি। — " He is the most immoral of all Greek Writers known to us, but he hopes to make up for it by attacking immorality. He is always found on the side of the rich , but he denounces Cowardice ; he lies pitilessly about Euripides, living and dead, but he assails dishonesty ; he describes the women of Athense as unbelieveably xx Coarse, but he exposes Euripides for defaming them." 23

এর অর্থ মেনে নিতে গেলে প্রতি ব্যঙ্গকারকেই হতে হবে একজন নীতিবাদী। তিনি কেবলমাত্র নীতির চশমা দিয়েই জগৎকে দেখবেন। কিন্তু জীবন ও শুধু কতগুলি নীতির সমষ্টি নয়। জীবনে সবকিছুই আছে। ভালো মন্দ দোষ-গুণ মিলেই জীবন। যিনি জীবনের এই সবটুকুর মূল্য না-দিয়ে শুধুমাত্র দোষটুকু দেখবেন, ত্রুটিটুকু দেখবেন, অসঙ্গতিটুকু দেখবেন, তিনি ত জীবনকে খণ্ডিত করে দেখছেন। তাহলে জীবন সম্পর্কে তাঁর বিচারও খণ্ডিত হতে বাধ্য। জগৎকে দেখার ব্যাপারে ব্যঙ্গকারের চোখ সাধারণতঃ এমন করেই দেখে। তিনি দেখেন নিজের মন থেকে, নিজের বিচারবুদ্ধি থেকে। যেটুকু দোষ-অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা তাঁর চোখে পড়েছে, তাকেই তিনি আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের লক্ষ্যটুকু সত্য না-ও হতে পারে। হতে পারে যে বিশেষ দর্শন, মানস-স্বভাব বা রুচি-বৈচিত্র্য তাঁর নিজের মধ্যেই, সেইটেই সবকিছুর বিচারক। এই বিচার থেকে তাঁর নিজের কাছে যা গ্রহণ যোগ্য শুধু সেটুকুই তিনি গ্রহণ করেন। বাকী পৃথিবীর বিরোধিতা থাকলেও তিনি স্থিরভাবে নিজের জ্ঞানবিশ্বাসমত পথকেই সত্য এবং অভ্রান্ত বলে জানবেন। আসল কথা, ব্যঙ্গকারের ব্যক্তিত্ব থাকে। ব্যক্তিত্বই তাঁর প্রাণ, তাঁর প্রতিভা। সেইটেই সবচাইতে বড় কথা ব্যঙ্গকার সম্পর্কে। ধরা যাক, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক কমেডিগুলির কথা। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের অনেক আশা-আকাঙ্খা যারা সহ Aristophanes তাদের তীব্র আঘাত হানলেন।

---

23. The life of Greece , Will Durant, P. 429.

অনেক ব্যঙ্গকারের আক্রমণের লক্ষ্য নারী। নারীমাত্রই ত্রুটি-দুর্বলতা গলদ-বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদের কেন্দ্র একথা আমরা মানতে পারি না। কিন্তু স্বতন্ত্র বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকেই নারীর প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। আমাদের সাথে তাঁদের মত না-মিললেও কিছু করবার নেই। JUVENAL-এর যুগে রোমের জীবনে হয়ত নানা গলদ অসঙ্গতি পাপ-প্রমাদ দেখা দিয়েছিল, JUVENAL তাঁদের আক্রমণও করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রাচ্যদেশের বিরুদ্ধেও তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে সুতীব্র রোষে। প্রাচ্যের কিছুই তিনি ভাল চোখে দেখেন নি, দেখতে পারেন নি। বেশভূষা, চালচলন, প্রাচ্য দেব-দেবতা সবই ছিল তাঁর চক্ষুশূল। ইংলন্ডের ইতিহাসে CARDINAL WOLSEY ত এক অনন্যকর্মা পুরুষ। কিন্তু ইংরাজ কবি SKELTON-এর কাছে সেই মানুষটিই কিন্তু সেযুগের সর্ববিধ দোষাবিষ্টতার জন্যে দায়ী। SWIFT, POPE, DRYDEN, MOLIERE বা এযুগের SHAW — এঁরা সকলেই একেকটি সবল ব্যক্তিত্ব। ফলে SWIFT, DRYDEN বা POPE-এর কাছে যা যা আক্রমণের বিষয়বস্তু ছিল, তা ছিল পরস্পর থেকে আলাদা। আবার এযুগের SHAW আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে সম্পূর্ণ নতুন জিনিষ বেছে নিয়েছেন।

আবার বাংলা সাহিত্যের দিকেও তাকিয়ে দেখা যাবে, যেযুগে বাংলাদেশের বাবুসমাজে কৃত্রিম নাগরিকতা ও ইংরাজি-শিক্ষাভিমানের অসার দম্ভ এবং মত্ততা, সেযুগের চিত্রবর্ণনা করে ভবনীচরণ বা ঈশ্বরগুপ্ত হয়েছেন সংরক্ষণশীল বলে চিত্রিত। এই সংরক্ষণশীলতাই আসলে তাঁদের ব্যক্তিত্ব। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে বুলিসর্বস্ব নেতাদের সুরের সাথে সুর মেলাতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। বক্তৃতাজীবীদের অসার আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে নিজ ব্যক্তিত্বের স্বকীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি আঘাত করতে চেয়েছিলেন,

চারিটি করে অন্ন খেয়ো,
দুপুর বেলা অফিসে যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
বাক্যানল জ্বালি।
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধ্যাবেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালি। [২৪]

২৪। দেশের উন্নতি : মানসী, রবীন্দ্রনাথ।

ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত ব্যঙ্গকার স্বেচ্ছায় তাঁর বিষয় নির্বাচন করেন, এ ব্যাপারে কারুর স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির ধার ধারেন না। সেই বিষয়টি বা ঘটনা ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন, তাকে আক্রমণ চালিয়ে ধীরে ধীরে তার মুখোশ উন্মোচন করেন। যা তিনি দেখাচ্ছেন, তা তাঁর আত্মবিশ্বাস মতে সত্য এবং তিনি নিজেই তা জানতেন, এখন এমনভাবে উপস্থিত করবেন যাতে করে সকলের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়।[25] তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাকে তিনি কী করে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন সেই উপায়টিই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বক্তব্যকে যেন সহসা আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলেন, এক চকিত দৃষ্টিক্ষেপের আলোয়— সেইটেই বড় কথা, সোজাসুজি পরিষ্কার করে কিছু না বলে এইভাবে বিষয়টি প্রকাশ করেন, এবং বলার কৌশলটিই সেখানে বড় কথা। এই কৌশলেই ইংরাজ ব্যঙ্গকার ~~Suift~~ Swift তাঁর Modest Pooposal - এ আইরিশদের প্রতি ইংরাজদের দুর্ব্যবহারকে ব্যঙ্গ করেন। এই কৌশলই দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের বাবুচরিত্র বিষয়ক রচনাগুলির শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গোক্তিতে, — Irony - তে সমৃদ্ধ কমলাকান্তের কোন কোন রচনায়। এইভাবেই তীব্র ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণহীন বিধি-পদ্ধতিকে তীব্র শরনিক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তোতাকাহিনী'তে। এমনি বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

ব্যঙ্গকারকে যে নীতিবাদী হতেই হবে, অনেকেই এ কথা মানতে চান না। তাঁরা মনে করেন, ব্যঙ্গ যেহেতু জীবনকে সমগ্র ভাবে দেখেনা, জীবনের একটি কালো জায়গাকে — খণ্ডিত অংশকে অবলম্বন করে রচিত হয়, তাই তার বিষয়বস্তুও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য — সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা নয়।[26] কথাটি ভেবে দেখবার মত। ব্যঙ্গকার সংস্কারক, সমালোচক। কিন্তু, সর্বোপরি, মনে রাখতে হবে তিনি সাহিত্যিক। সাহিত্যিক সামাজিক জীব। তাই তাঁর জানবার কথা যে পৃথিবী ভালো-মন্দে পরিপূর্ণ। ভুল-দোষ ত্রুটি-বিচ্যুতি

---

25. What he shows us he has probably known about all the time, and his aim is to show it to us in such a way as to compel our attention."
English Satire- J.Sutherland, P-15.

26. Now it is agreable that the satirist must in any case be an indignant moralist . But if that be so, is not the range of his subjects greatly restricted ? -- G.Childe -- Man and Society, P. 215.

বা অন্ততঃ অসম্পূর্ণতা আছেই, থাকবেই, — কোনকালেই মানবসমাজ পূর্ণ পরিণত হতে পারে না। ব্যঙ্গকার অক্লান্ত শাসন করবেন, সমালোচনা করবেন, কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ রক্ষণশীলতার গোঁড়ামি দখলে না আনাই ভাল। তাহলে তাঁর ব্যঙ্গ হবে একচক্ষু হরিণের মত একদেশদর্শী। ধর্মমূলক নীতিগুরুর সঙ্গে ব্যঙ্গ সাহিত্যকে কিছুতেই এক পংক্তিতে বসতে দেওয়া যেতে পারে না। একথা অবশ্যই সত্য যে শাসন করাই ব্যঙ্গের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ। কিন্তু প্রাকৃত জগতের শাসন আর ব্যঙ্গের শাসন এক বস্তু নয়। নীতিবাদী তামা-তুলসীপাতা ও গাঁজি হাতে বসে থাকেন। সমাজ ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে একটু গলদ দেখলেই তিনি রুষ্ট হয়ে ওঠেন। গালি দিতেও পেছপা হননা। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যায় — 'গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটি পৃথক বস্তু, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। গালি ভদ্রের পরিহার্য, তদ্দ্বারা কোনও কার্য সিদ্ধ হয়না। ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক। এবং সুলেখকদের হাতে তাহা মহাস্ত্র।'[27]

ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক এবং সুলেখকদের হাতে তা মহাস্ত্র — এই কথাটি এখান থেকে সুস্পষ্ট জানতে পারা যাচ্ছে। আনন্দদান এবং সমালোচনা এই দুই উদ্দেশ্যেই তা ব্যবহৃত হবে। কাজেই এ জিনিসটি নির্ভর করে লেখকের ক্ষমতার ওপর। ব্যঙ্গকারের কতটুকু সমালোচ্য, কী ভাবে তিনি তা উপস্থিত করবেন, এই সবকিছুই লেখকের প্রতিভার ওপরে নির্ভরশীল। তাকেই বলে রচনাকৌশল। রচনাকৌশলের আগে লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কথা আসে। ব্যঙ্গকার নিশ্চয়ই কিছু দেখেন। কতটুকু সেই দেখা? জীবনের আংশিক দিককে দেখা, কোন ব্যক্তি সত্যকে দেখা, পুরো মানুষটিকে দেখার পরিবর্তে মানুষের একটি খণ্ডাংশকে। তিনি উকিলের মত, কোনও একটি বিশেষ কারণের পক্ষে লড়াই করেন, এবং আমাদের সমর্থন লাভ করবার জন্য তিনি দরকার মত অনেক বড় জিনিষ গোপন করবেন, আবার অনেক ছোট জিনিষকেও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করবেন। আমাদের দৃষ্টিকে তিনি প্রভাবান্বিত করে ধীরে ধীরে তাঁর লেখার জায়গাটুকুতেই একমাত্র আকৃষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করবেন। পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের বুদ্ধিকে তিনি এমনভাবে ধরে রাখবেন, যাদুকর যেমন ইচ্ছে সাজিয়ে অন্যের ইচ্ছেকে ধরে রাখে যে, তারা ব্যঙ্গকারের লেখার যুক্তির এদিক বা ওদিক সম্পর্কে চিন্তাই করতে

২৭। প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা, বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড, ন্যাশনাল লিটারেচার কোং, পৃঃ ৩৩৬।

পারবেনা। এই যে চৌম্বক ব্যক্তিত্ব, তার বলে ব্যঙ্গকার সকলের ~~সকল~~ প্রবল-যুক্তির ~~xxxxx~~ চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে, কখনও বা তার উপস্থাপনার অমিত ঔজ্জ্বল্য মন কেড়ে নিয়ে, কখনও বা তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির (Wit) শাণিত চমকে সকলকে বিভ্রান্ত করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন। উদাহরণত এ যুগের Bernard Shaw – এর কথা উল্লেখ করা যায়, ইংরাজের সমাজের প্রচলিত অনেক ধ্যানধারণা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদির ওপর আঘাতের চাবুক তিনি মেরেছেন, কিন্তু এমন শাণিত বুদ্ধি, চমক, পরিহাসরসিকতার ঔজ্জ্বল্য তাদের সমক্ষে ধরে রেখে দিয়েছেন যে প্রতিবাদের পরিবর্তে পাঠকদের সমাহিতচিত্তে তার রসে নিমগ্ন দেখতে পাই।

একথা একেবারে সত্য যে ব্যঙ্গকার সমস্যার কোনও একটি বিশেষ দিকে, অথবা মানবচরিত্রের কোনও একটি দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন — বিশেষতঃ, যেটুকু তিনি দেখেন, সেটুকু নিয়েই তাঁর বক্তব্য। তিনি এই সমস্যার সৃষ্টি কি করে হল, কীসে থেকে এর উৎপত্তি, সে সম্পর্কে একবারও প্রশ্ন উত্থাপন করেন না। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, ব্যঙ্গকার সমগ্র জীবনের উপাসক নন। কিন্তু যে-টুকু তাঁর বিচারক-মনের আলোয় উদ্ভাসিত, সেটুকু সম্পর্কে তিনি আশ্চর্যভাবে সজীব ও সচেতন। নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি, মানস-সমালোচনা ও চিন্তা-বৃত্তি দ্বারাই চালিত হন।

সম্যকভাবে বিচার-বিবেচনা-বোধ এবং সমাজ-সচেতনা থেকেই ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি। যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তেমনই সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এটি সত্য। বস্তু ও ভাবের সমন্বয়ে যে সাহিত্যের সৃষ্টি, তার প্রয়োজনে কতটুকুর সাথে কতটুকু মেশাতে হবে, কতটা পরিমার্জনযোগ্য, কতটা গ্রহণীয় বা বর্জনযোগ্য — এ সম্পর্কে গাণিতিক কোনও ফর্মূলা নেই — সেটি নির্ভর করে শিল্পস্রষ্টার ওপরে। ব্যঙ্গ মানুষের এক বিশেষ প্রবৃত্তি। প্রতিদিনের জীবনে আমরা নানাভাবে এর প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু শিল্পে আমরা অবিকল সেইভাবে ব্যবহার করতে পারি না। ~~রূপসৃষ্টিই~~ রসসৃষ্টিই শিল্পের ব্যাপারে মুখ্য কথা। বাস্তবজীবনে প্রতিদিনের সংসারে ননদে-ভাজে যে-সংঘাত, পাশাপাশি-বসতে যে কোন্দল, স্বার্থব্যাপারে মানুষে মানুষে যে-হানাহানি, বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলিতে আক্রমণ চালাচালি এই সবকিছুতেই আমরা ব্যঙ্গ-স্বভাবের প্রতিফলন ~~করতে~~ দেখে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে ব্যঙ্গ-সৃজনে লেখককে রস-ব্যাপারে প্রচুর সচেতন থাকতে হয়। এইটি নির্ভর করে একটি সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের ওপরে — ইংরাজিতে যাকে Precise Judgement বলা যায়। এই শক্তিবলে ব্যঙ্গকার কোথায় কিভাবে আক্রমণ প্রয়োগ করবেন তা স্থির করতে পারেন।

বিচারক যেমন উচ্চ আসনে বসে আইনের বিধান করেন, সেকালের সাহিত্যিক থেকে উঠে এসে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা, ব্যঙ্গকারও তেমনি মানুষের দৈনন্দিন, মানসিক, সামাজিক এবং আরও নানা দিক থেকে উন্নীত করে তোলবার প্রচেষ্টায় রত থাকেন। এই যদি তাঁর কাজ, তবে কেনই বা মানুষের মন ব্যঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হবে? এখানেই মানুষের আংশিক বা অতিরঞ্জিত চিত্র — লেখক নিজের প্রয়োজনে যা সাজিয়ে তোলেন। এবং এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি প্রয়োজন মত বাড়ান, কমান, বিকৃত করেন, বড় করেন, প্রয়োজন মত প্রাধান্য দেন। তাঁর উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সব চরিত্রগুলিকে সাজিয়ে তুলে থাকেন। তাই " ব্যঙ্গ সাহিত্য পাঠকের শিক্ষানবিশি পরিপূর্ণ করবার নয়। এবং সেজন্যই নাতিদীর্ঘকাল ধরে তাকে লেখকের সঙ্গে থেকে, বুদ্ধির মনস্তাত্ত্বিক এবং তাঁর কল্পনা প্রসারের পাঠকের মনেও সাড়া জাগিয়ে তোলে। বুদ্ধিহীন পাঠক হয় ব্যঙ্গ-সাহিত্য পড়েনই না, নয়ত পড়তে বসেও এর তাৎপর্যটুকু বুঝতে অক্ষম হন।" The Spectrum-analysis of Satire runs from the red of invective at one end to the Violet of most delicate irony at the other."[28] এই প্রসঙ্গে বলা যায়, একটি কথা বলা যায় না, তীব্র বিদ্রূপের বা ভর্ৎসনা। Red of invective। একালের যুগের সম্পূর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে, পরিবর্তে বহুলোকের পরস্পর ব্যঞ্জনা — ইঙ্গিত, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকুই বেশি কাজে লাগছে। ব্যঙ্গকারের রচনা পড়তে গিয়ে বুদ্ধিমান পাঠকের আবিষ্কার করতে হবে প্রতিটি ইঙ্গিত, প্রতিটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, বক্রোক্তিগুলির পরস্পর তাৎপর্য। সেকালের আলালের দুলালের বা হাঁ-বাচক, তার আঘাতের মূলে আক্রমণের করে আসছে না-বাচক, যা আসলে-প্রত্যক্ষ, তার আঘাতের মূলে ব্যক্তিগতের ঘৃণা। এ জাতীয় রচনা থেকে সূক্ষ্ম পাঠকের বার করতে হবে ক্রোধের ব্যঞ্জনাটুকু, সূক্ষ্ম আবিষ্কার করতে হবে কোনও বিশেষ প্রতীক-ব্যবহারের তাৎপর্য। আধুনিক ব্যঙ্গের এই বৈশিষ্ট্যই আমরা দেখি Jane Austen বা George Meredith প্রমুখের রচনায়। তাঁদের সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনা অত সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ নির্দিষ্ট যে কোন বিশেষ প্রসঙ্গে কথা কোনও উক্তি গভীর অনুভূতি মূর্ত হয়ে ওঠে।

যে-কোনও শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারেই শিল্পীর বিচার বিবেচনাবোধ ক্রিয়া করে থাকে। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই কথা। ব্যঙ্গকারকেও মনে রাখতে হবে তিনি ব্যঙ্গ-সাহিত্য রচনা করছেন। তাহলেই এ-ব্যাপারে বিচার অবকাশ ছাড়িয়ে দিয়ে কাজের সাধারণ হবে। এর অর্থ ব্যঙ্গ হয় না হয়, কিন্তু ব্যঙ্গ

---

28. David Worcester, The Art of Satire (1940) P.16.

সাহিত্য হয় না। লোকসমাজ-বিরচিত প্রাচীন যুগের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলি যে ব্যঙ্গশিল্পের মর্যাদা দাবী করতে পারে না, তার কারণ বিদ্বেষ, অসূয়া, ঈর্ষা, কুৎসা ও নিন্দা প্রভৃতিই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের অনেক শক্তিশালী লেখনীকে দেখা যাচ্ছে বিচার-বিবেচনাশক্তি বিসর্জন দিয়ে নিজের দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বে বিরুদ্ধবাদীকে আঘাত করেছেন, তখনই ব্যঙ্গ মর্যাদা ভ্রষ্ট হয়েছে, এবং শিল্পসৃষ্টি হয় নি। অনেক সময় ব্যক্তিজীবনের অভাব-নৈরাশ্য-বেদনা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও ন্যায় বিচার হারিয়ে ফেলে লেখকেরা ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ইংরাজি সাহিত্যেও তার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ রচনায় যে বিচার ও বিবেচনাবোধের অভাব ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তা আলোচনা করে দেখিয়েছেন। আন্তরিকতার অভাব তাঁর ছিলনা, কিন্তু মার্জিত রুচি ও উন্নত শিক্ষার অভাবে তিনি রচনায় অসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। বিচার এবং বিবেচনাবোধ শিল্পীদের থাকে, থাকে এবং পূর্ণালোক — যেখানে তা থেকেছে, সেখানে ব্যঙ্গ ও শিল্প হয়ে উঠেছে। ইংরাজ নাট্যকার Ben Jonson সম্পর্কে A.Nicoll বলেছেন, " Jonson is a true magnificent Satirist. He has just the power of revealing the salient features and of repressing the points x not required for his portrait which characterise the work of the greatest Satirists of Classical time and later." 29 এখানেও শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে Ben Jonson -- এর মানস-বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ ধরা পড়ে।

যা সত্য বাস্তবরূপে তাই আশ্রয় করতে হবে। যা খাঁটি বাস্তবরূপে তাই আশ্রয় করতে হবে। ক্রূর ও নৃশংসতাদের প্রকৃত অবস্থা ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কাজ। সংস্কার ও সমালোচনার প্রয়োজনে তাঁকে হতে হবে স্থিরলক্ষ্য। আন্তরিকতা, যুক্তি ও কৌশল হবে তাঁর হাতিয়ার। সত্য অনুসরণে ব্যর্থ হলে তিনি পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে পড়বেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ সাহিত্যিক Addison - এর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য — " It is impossible

২৯। British Drama, P. 149, A.Nicoll.

for any thought to be beautiful which is not just, and has not its foundation in the nature of things, that the basis of all wit is truth ; and that no thought can be valuable of which good sense is not groundwork".[30]

ব্যঙ্গলেখকের পক্ষে এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃত ব্যঙ্গকারের দৃষ্টি সত্য ও ন্যায়বোধের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা সত্যই দেখেছেন, সত্য বলে অনুভব করেছেন, ব্যক্তিগত নিরপেক্ষ ভাবে তারই অনুসরণ করবেন। ন্যায় নীতিবোধের একটুকু শৈথিল্যেরও ক্ষমা তাঁর কাছে নেই। ব্যঙ্গ তাঁর অস্ত্র, কিন্তু ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে যত্রতত্র যাকে-তাকে আঘাত করা ব্যঙ্গকারের কাজ নয়।[৩১]

প্রকৃত ব্যঙ্গকারের প্রধান গুণ আন্তরিকতা। যাঁর মধ্যে আন্তরিকতা থাকে, তিনি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। যাঁর কোনও দরদই নেই, তাঁর হাতে ব্যঙ্গ ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করবার নয়, যে সমাজের প্রতি কর্তব্যচেতনা ও সমষ্টির প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে যদি এ-জাতীয় রচনার প্রেরণা আসে, তবে সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের উদ্দেশ্য হয় সংশোধন। সমাজ-সংস্কারকদের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে আসে। সমাজ-সংস্কারকেরা সামাজিক অন্যায়, অনাচার ও অন্ধসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। আত্মবলি দেন। মানুষের বরমাল্য হয়ত তাঁরা হাতে হাতে পান না। কিন্তু এ জন্যে তাঁদের বিস্তর বেদনাবরণ করতে হয়। আইনসভায় দাঁড়িয়েও তাঁরা লড়াই করেন। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধে মুখোমুখি নামতে হয়। ব্যঙ্গকারদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা সহজেই মনে আসে। উভয়েই অপ্রিয়কার্য সাধন করেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্যও চোখে পড়বে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটকটিতে রাজধরের একটি উক্তি গ্রহণ করা যায়। রাজধর বলছে, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ করা মজুরের কর্ম, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যারা যুদ্ধ করে তারাই প্রকৃত যোদ্ধা।'— সংস্কারকের কাজ অনেকটাই মজুরের মত। সমাজের কর্মকোলাহলময়তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিপাশের অসংখ্য প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁকে সংঘর্ষ রত

৩০। Spectator. 62.

31. "Satire's my weapon, but I'm too discreat,
To run a muck , and till at all I meet.
Pope, Satires and Epistics,i P.40.
Lines 69-70.

হতে হয়। অন্যদিকে, ব্যঙ্গকার যেন খানিকটা দূরে, যুদ্ধ করে না-নেমে , সংগ্রাম করেন। হাতে-কলমে যুদ্ধটা তাকে করতে হয় না। কোন আইন প্রণয়নও করতে হয়না, তার পেছনে কোনও দলের আনুকূল্য অথবা আনুগত্যও থাকে না। ব্যঙ্গকার নিজেই একটি দল, একক ব্যক্তিত্ব —এক প্রবল প্রতিপক্ষ। একটি শক্তিশালী সকল ব্যূহ। একথা মনে রাখতে হবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিচাতুর্য নিয়ে অগ্রসর হতে পারলে হাস্যপরিহাস-কৌতুক ইত্যাদির সাহায্যে তিনি সহজেই বিরোধী দলের দুর্গেও ফাটল ধরাতে পারেন।

এ-জাতীয় হাস্য ব্যঙ্গকার প্রধানতঃ দুটি কৌশল অবলম্বন করেন — ।১। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যঙ্গকৌশল। প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গে আক্রমণ পরিচালিত হয় সোজাসুজি। বক্তব্য সেখানে অকম্পিত ও কঠোর। সমালোচ্য সকল বস্তু বা বিষয়েরই তিনি সোজাসুজি সম্মুখীন হন। এ অনেকটা প্রত্যক্ষ যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মত। প্রাচীনযুগের যোদ্ধারা অস্ত্র-বর্মে সজ্জিত হয়ে বিরাট ঘোড়ায় চড়ে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতেন। প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গে ঠিক সেই অবস্থা। দৃষ্টান্ত হিসেবে Persius , Juvenal, Petronius, Pope.Dr Jonson বা বাংলা সাহিত্যের কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঈশ্বর গুপ্ত এবং এমনকি স্থান বিশেষে রবীন্দ্রনাথের নামও উল্লেখ করা যায়। Percisus, Juvenal প্রভৃতি আক্রমণ পরিচালনায় উৎকর্ষ ও সজীব। সমালোচ্য ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয় — এদের প্রতি কোনও সহানুভূতিই এঁরা অন্তরে পোষণ করেন না — । আবার, এরকম ক'রে [illegible] পাঠকদের মনেও যাতে কোনও সহানুভূতি না জাগতে পারে, সে-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ কৌশলের শিল্পীরা সচেতন থাকেন।Dr Jonson - এর ব্যঙ্গে পাপ-পঙ্কিল প্রমাদ-বিচ্যুতির প্রতি আক্রমণ সোজাসুজি পরিচালিত। The Vanity of Human wishes-এর প্রথম দিকেই তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে —

Let observation with extensiue view
Survey mankind, from China to Peru,
Remark each anxious toil, each eager strife,
And watch the busy scenes of crowded life.

প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের আরও একজন বড় শিল্পী ইংরাজ কবি Pope , তিনি একাগ্রমনে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাস করতেন যে Whigরা দেশের সর্বনাশ করছে, রাজসভা কতগুলি তোষামোদকারীর কেন্দ্র হয়েছে, চতুর্দিকে দুর্নীতি। হুইগ দলপতি স্যার রবার্ট ওয়ালপোলের মন্ত্রীসভা-সম্পর্কেও তাঁর বিতৃষ্ণার শেষ ছিলনা বলা যায়। নিম্নোদ্ধৃত অংশে ব্যঙ্গ সুতীব্র ভর্ৎসনায় রূপায়িত হয়েছে, দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় —

"When love was all an easy monarch's Care,
Seldom at Council , never in a war ,
Jilts rul'd the state , and statesman farces writ;
Nay, wits had pensions, and young lords had wit :
The fair sat panting at a courtiers play,
And not a mask went unimprov'd away ;
The modest fan was lifted up no more,
And Virgins smiled at what they blush'd before-"[32]

এরূপ ব্যঙ্গের বাণগুলি সাধারণতঃ শাণিত ও মর্মভেদী হওয়ার ফলে বিরক্তি ও বিদ্বেষ অনেকসময় শিল্পসৌষ্ঠবকে ছাড়িয়ে যায়। আঘাত এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে ভুলে অনেক সময় শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। সমাজজীবনের সকল প্রকার ভণ্ডামি, ন্যাকামি, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতার মুখোশ এ-ক্ষেত্রে নির্মমভাবে উন্মোচিত হয়। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্ত এমনি প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের এক আশ্চর্য উদাহরণ। প্রাচীন আদর্শ ও ভাবধারার সমর্থক ছিলেন বলে নব্যশিক্ষার কুফলকে তিনি শরবিদ্ধ করেছেন সোজাসুজি। নতুন যুগের নারী সমাজকে যেমন বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আক্রমণ করেছেন দেখা যায়, তেমনি নীলকরদের সম্পর্কে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি-বন্দনার সুরে তৎকালীন আন্দোলনকারীদেরও তীব্রভাবে বাণবিদ্ধ করেছেন। তাঁর আক্রমণের প্রবলতার সম্মুখে ইয়ংবঙ্গ সমাজ ত বটেই, বিধবাবিবাহের প্রচারক বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাদ যাননি।[৩৩]

৩২। An Essay on Criticism 11. Pope.

৩৩। ডঃ অজিতকুমার ঘোষের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ঃ 'মানবজীবন সম্বন্ধে কবির অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের মূলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও লাঞ্ছনারও অনেকাংশে বিদ্যমান। মাতার অভাব, বিমাতার দুর্ব্যবহার, পত্নীর অযোগ্যতা, নানা অভাব ও কষ্টের আঘাত, ইহাদের দ্বারাই তাঁহার চরিত্র কঠিন ও প্রতিশোধ-পরায়ণ মানববিদ্বেষীরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। সেজন্য যেখানেই তিনি হাসি উদ্রেক করিয়াছেন সেখানে তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক কঠিন আঘাতপ্রিয়তার ফলে বিদ্রূপের শাণিত খোঁচায় কণ্টকিত হইয়া পড়িয়াছে।— বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, পৃঃ২৩৪।

[illegible]

তীব্র বিদ্বেষ-বিষাক্ত প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের কিছু কিছু ব্যঙ্গ কবিতায় দেখা যায় । ১২৯০ সালে শশধর তর্কচূড়ামণির নবধর্ম তত্ত্বপ্রচার ও ব্রাহ্মদের প্রতি আক্রমণের প্রতিবাদে কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রে তিনি এই জাতীয় রচনায় প্রবৃত্ত হন —

দামু বোসে চামু বোসে
    কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড়ই ফেনিয়েছে
    আমার দামু আমার চামু ।
...   .
দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
    হিন্দু শাস্ত্রের মূল
মেলাই কচুর আমদানীতে —
    বাজার হুলুস্থুল ।

অথবা, অন্যত্র একটি দৃষ্টান্তে —

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিভের আগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে ।
তারা বলে 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারের ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুজি ।

সামাজিক নানা কুপ্রথা, কুআচার, কুরীতি এবং জীবনের নানা অসঙ্গতির প্রতি প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের সুর 'মানসী'র বহু কবিতায় শোনা যায় ।[৩৪] দ্বিজেন্দ্রলালের কোন কোন কবিতায় হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা এবং বিলেতফের্তা নব্য শিক্ষিতদের প্রতি কঠোর ব্যঙ্গ আছে । রজনীকান্ত সেনেরও আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতি নির্মম আঘাত ও ব্যঙ্গ আছে । নজনীকান্ত দাসের নামও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ।

৩৪। প্রভাতকুমার ঃ রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড ।

এইত গেল প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের কথা। এবারে পরোক্ষ ব্যঙ্গের কথায় আসা যাক। এ জাতীয় ব্যঙ্গের লক্ষ্য বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে দোষানুষঙ্গি বিষয়, বস্তু বা ঘটনার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে ফেলা নয়। একটি সুন্দর উপাখ্যান বা কাহিনী — যা মানুষ হতে পারে, মানুষকাহিনীর রূপক হতে পারে; এবং যার পরিবেশন নাটকে, কাব্যে বা উপন্যাসে বা খুশিতে হতে পারে — যার মাধ্যমে সমাজ জীবন বা সমাজের দোষ-দোষ অসম্পূর্ণতা-আতিশয্য অসঙ্গতির সুযোগ উন্মোচন করা যায়, মানুষের ভণ্ডামি, কপটতা ও পাপপুণ্যাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যায়, মানবচরিত্রকে পরিহাসের উপহাস-বিদ্রূপে জর্জরিত করা যায়, তাকেই আমরা পরোক্ষ ব্যঙ্গের শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। এতে ব্যঙ্গের শিল্পসৌষ্ঠব প্রচ্ছন্নতা ও ছদ্মাবরণের মধ্যে অনেক বেশি মার্জিত ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গশিল্পী আমাদের প্রত্যাশিত বক্তব্যের অনভিজ্ঞ হয়ে এখানে কাউকে আঘাত করেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতের পরিবর্তে এখানে প্রায় রূপকেরই প্রাধান্য।

রূপকাশ্রিত কাহিনী বা উদ্ভট ও ঘটনাজালের বিন্যাসে পরোক্ষ ব্যঙ্গ পরম উপভোগ্য হয়। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগের কমেডিগুলির কথা স্বভাবতই মনে আসে। এরিস্টোফেনেসের পরবর্তী ও গ্রীসের প্রতিভাবান যুগে Aristophenes প্রভৃতি লেখকের অনেক রচনা পরোক্ষ ব্যঙ্গের উদাহরণ। অন্য দেশের দেশের নাটকে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গের স্বীকৃতও আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্র কথাসরিৎ সাগরের অনেক গল্প, Aeseps Fables — এর দেশে দেশে কাহিনীতে পরোক্ষ ব্যঙ্গের ব্যঞ্জনার স্বাদ পাওয়া যায়। পরোক্ষ ব্যঙ্গের উদাহরণ মধ্যযুগের চসার (Chaucer) ও বোকাচিও (Beccacice) থেকে পাওয়া যায়। 'ক্যান্টারবেরি টেলস'-এর গল্প, ডেকামেরনের পাতায় পাতায় গল্পচ্ছলে ফুলে ভরা হয়েছে মানুষের নানা লালসা-উচ্ছৃঙ্খলতা ও কামনা বাসনার জঘন্য স্বরূপ। মধ্যযুগের এপিক Beest Epic , Renert the Fex — এর গল্প, Remen de le rese — এর কাহিনী-আশ্রয়ে যে যুগের ধর্মজীবনের গ্লানি

ও পাপ-পঙ্কিলতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে । ষোড়শ শতাব্দীর অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব Erasmus -রচিত The Praise of Folly and Sir Thomas More- রচিত Utopia পরোক্ষ ব্যঙ্গেরই এক আশ্চর্য নিদর্শন । এলিজাবেথীয় যুগের Comedy of Humour শ্রেণীর রচনাগুলি,— Ben Jonson প্রভৃতির নাটক — এমনি পরোক্ষ ব্যঙ্গের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । Cervantes এর Don Quixote মধ্যযুগীয় জীবনের অন্যায় অনাচার ও ব্যভিচারের অন্তরে হাস্যের সূক্ষ্ম অঙ্কিত করেছে । Moliere-এর নাটকগুলি মানুষের ভণ্ডামি, লম্পটাচার, আচরণ, বৃত্তি, ধর্ম, আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে যেখানে হাস্যসৃষ্টির উপাদান জুগিয়েছে, সেখানেও তাতে কেবল পরোক্ষ ব্যঙ্গেরই প্রয়োজন চরিতার্থ হয়েছে । মানুষ তার ভুল, ভ্রান্তি অসঙ্গতি প্রভৃতি নিয়ে উপহসিত হয়েছে । Moliere - এর নিজের মুখেই এই আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে — " One can easily put up with a rebuke, but one cannot bear chaff . One may hame no objection to being wicked but one hates to be rediculed . " 36.

রেস্টোরেশন যুগের কমেডিগুলো এমনি এক সূক্ষ্ম বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে ।[৩৭] পরোক্ষ ব্যঙ্গ যে কত শক্তিশালী হতে পারে, বক্তব্যের উপস্থাপনায় কত সজীব ও যুগানুসারী হতে পারে Swift এর Gulliver's Travels তার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । Pope-এর Rape of the Lock এই জাতীয় রচনা । এমনি বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় । বাংলা সাহিত্যের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কমলাকান্তের দপ্তর ও লোকরহস্যের বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি অনেকেই পরোক্ষব্যঙ্গের শিল্পী । ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতউদ্ধার কাব্য ও যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর অনেক রচনা ছদ্ম-গম্ভীরতার (Mock- heroic) শিল্প। রজনীকান্ত সেনের কলমে জাতির জীবনের ভণ্ডামি ও কাপট্যের চিত্র ~~উদ্ঘাটিত~~ উদ্ঘাটিত হয়েছে । ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় এই সমাজ-সংস্কারের আদর্শ হাস্যমধুর উপায়

৩৬। Preface to Le Tartafe, Moliere.

৩৭। "The spirit of Comedy is essentially a social thing: it develops through the reciprocal observation of characters , the refining of the critical sense, the fixing of conventional values . A court, a society that prided themselves upon their intellectual elegance, would make mockery fashionable: does it not call forth all the Vivacity of wit, the gift of joking , the art of neat speach ? All the circumstances which favoured satire.... " Louis Cazamian, Modern Times 1660-1950, History of English Literature, P.655.

অবলম্বন করে সার্থকতা লাভ করেছে । তাঁরই ধারার অপর একজন শিল্পী পরশুরাম ছদ্মনামের আড়ালে রাজশেখর বসু সমাজজীবনের অনেক ভণ্ডামি ও কপটতাকে সুচতুরভাবে বাণবিদ্ধ করেছেন । অমৃতলাল বসুর মত নাটকের ধারায় বাংলা সাহিত্যের এমনি এক অসাধারণ ব্যঙ্গকার প্রমথনাথ বিশী অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে আমাদের জীবনের আতিশয্য-অসঙ্গতির হাস্যোদ্দীপকতা চিত্রিত করেছেন । এই ধারায় সবচাইতে সক্ষম শিল্পী কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । Wit এবং Humour -- এর সংস্পর্শে কিভাবে ব্যঙ্গ কৌশলমণ্ডিত হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা আমাদের তা দেখিয়ে দিয়েছে । 'ব্যঙ্গকৌতুক', সরোজকুমার বসুর ভাষায় — অসঙ্গতি অযৌক্তিক যেখানে আমাদের মানসিক বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে নানা অর্থহীন আবর্জনার সৃষ্টি করে , ব্যঙ্গের আঘাতে সেই অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতাকে স্পষ্টকরে তুলে তার অন্তর্নিহিত মূঢ়তাকে প্রকাশ করাই তার কাজ । রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরসাশ্রিত রচনাগুলিও কবিচিত্তের এই গভীর অনুভূতির পরিচয় স্পর্শে সার্থক রসপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে ।[৩৮] বাংলায় ব্যঙ্গসাহিত্যের এই ধারাতেই কবি ভারতচন্দ্র রায়েরও স্থান- আলোচন প্রসঙ্গে আমি তা প্রমাণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি ।

ব্যঙ্গের প্রধান অস্ত্র আন্তরিকতা , যুক্তি ও কৌশল । যে লেখক এই কৌশল যত বেশি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারেন , তাঁর রচনা তত বেশি স্বাদু হয় , সমালোচনার কাজও তত বেশি সার্থকতার সঙ্গে করতে সক্ষম হয় । এই কৌশলের একটি হচ্ছে অতিরঞ্জন । যে বিষয় ব্যাপারে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চান , পাঠকের সমর্থন পেতে চান — সেই ব্যাপারটিকে অনেক সময় অতিরঞ্জনের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয় । অতি ছোট ছোট বিষয়গুলিকে তখন অতিকায় ও বৃহৎরূপে হাস্যকর করে দেখান হয় । এতে অসঙ্গতি জনিত হাস্যোদ্দীপকতা ফোটে ।Cervantes এর Don Quixote Chivalrous -- বীরদের বীরত্ব মহিমার এমনি এক অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরেছে । রোমান্সের হাস্যোদ্দীপকতা কী সুন্দরভাবেই না ফুটেছে । কোন তিক্ততার আশ্রয় না নিয়েই সুন্দর ভাবে এখানে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে । অতি ছোট উপাদানকে

৩৮। রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস , পৃ: ৩৭, অধ্যাপক সরোজকুমার বসু ।

বাড়িয়ে বড়বড় তুলে তার আলোকে হত অসারতা ও অপদার্থতাকে বিদ্রূপ করা যায়, Pope - এর The Rape of the lock তার দৃষ্টান্ত । তথাকথিত উঁচুতলার সমাজজীবনের শ্রী হাস্যকর স্বরূপই না এতে চাতুর্যের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যেও এমনি অনেক ব্যঙ্গে অতিরঞ্জনের সন্ধান পাওয়া যায় । এতে করে উদ্দীষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনে সরস মন্তব্য, শ্লেষাত্মক ব্যঞ্জনা , বাঁকাকটাক্ষ, ভ্রূকুটি এবং রসালচিত্র উত্থাপন সম্ভব সাধ্য হয়েছে । এই জাতীয় রচনার এক সার্থক সৃষ্টি ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' কাব্য । আমাদের জাতীয় চরিত্রের অসারতা ও আন্দোলনের দুর্বলতার অতিরঞ্জিত চিত্র এখানে পাই । যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রচনায় এমনি অতিরঞ্জিত বর্ণনার সাহায্যে ব্যঙ্গ প্রয়োজন মেটান হয়েছে । অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ব্যঙ্গরস কেমন খোলে রবীন্দ্রনাথের 'নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপকে' তার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা চলে । রাজশেখর বসুর 'বালিখিল্যগণের উৎপত্তি' গল্পে আধুনিক জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতাকে এমনি ভাবে বাণবিদ্ধ করা হয়েছে ।

ব্যঙ্গে অতিরঞ্জনের প্রয়োজন অবশ্যই দেখা যাচ্ছে । কিন্তু অতিরঞ্জনের সীমা-সম্পর্কেও লেখককে সচেতন থাকতে হয় । অনেক লেখক স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে অতিরঞ্জনের অতিরেক করে থাকেন । এতে রসভোগের পথে বাধা সৃষ্টি হয় । আত্মগোপন স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়োজনেই অতিরঞ্জন , কিন্তু তা যদি কৌশল বর্জিত হয় তবে তা উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে না । পাঠকচিত্ত অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে ব্যঙ্গকারের প্রচেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হয় । বিদ্বেষ বা অসন্তোষ সুকৌশলী ব্যঙ্গকার আড়ালে রেখে দেন, শ্লেষাত্মক ইঙ্গিতে বক্তব্য উপস্থিত করেন । ব্যঙ্গের অসাধারণ শিল্পী Swift তাঁর সমালোচ্য মানুষ , মানুষের চিত্রই না উপস্থিত করেছেন — অথচ তাঁর আঘাতের প্রকাশরীতি কোথাও উগ্র বা অনাবৃত রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেনি । এই প্রসঙ্গে সমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষকে স্মরণ করতে পারি যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর ব্যঙ্গরচনা 'মডেল ভগিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে'- 'ব্যঙ্গের মধ্যে লেখকগণ সাধারণত শ্লেষ অথবা ব্যাজস্তুতিরীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বর্ণিত প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্নরূপের মধ্যে একটা বৈপরীত্য থাকে বলিয়াই তাহা পাঠকের কাছে আমোদজনক ও আকর্ষণীয় হইয়া থাকে । কিন্তু যেখানে লেখক লেখক সেই ভিতর ও বাহিরের বৈপরীত্য বজায় রাখিতে পারেন না , সেখানে প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও অনুরূপ আঘাত প্রকাশ্য বিচার ও অনাবৃত গালিতে রূপান্তরিত হয় , সেখানে ব্যঙ্গ কোথায়, রসও বা কোথায় ?'[৩৭]

৩৭। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা ঃ পৃঃ ৩৫০, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ।

অতিরঞ্জনের প্রয়োজন

অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হাস্যরসের ক্ষেত্রেও কম নয় কথা। হাস্যরস জগত ও জীবনের অনেক হাস্যকর অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতাকে স্পষ্ট করে তোলে বটে,[৪০] কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে হাস্যরসের সুমিত ব্যবহার চাই। অতিরিক্ত হাস্যসৃজনে বাস্তব অভ্যাসের কথা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। তাকে অনেক সময় অভ্যাসের উদ্ঘাটনে একটি বড় জিনিসকে খুব ছোট ও নগণ্যরূপে এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্ররূপে চিত্রিত করা হয়।

বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতউদ্ধার' কাব্যে বাঙালীদের প্রাচীন স্বদেশী আন্দোলনকে খুব তুচ্ছ উপহাস্য (Ludicrous) রূপেই না চিত্রিত করেছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের সংগ্রামের সমস্ত মাহাত্ম্যই এখানে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকরের রূপে অংকিত করা হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে কাব্যটিতে প্রায়ই [illegible] মহাকাব্যের (Moc-heroic) ভাব মিশে দেখা যায়। তিনি প্রতিপক্ষকে নিন্দাই করেছেন, কিন্তু মুখ ফুটে প্রত্যক্ষ নিন্দা করার পরিবর্তে প্রশংসা করেই চলেছেন। এক্ষেত্রে তার উক্তিভঙ্গী পাঠকের মনে সহজে উদিত থাকে। লেখক অনেকসময় সমর্থনের ভঙ্গিতে কথা বলেন, কিন্তু আড়ালে তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবটি থাকে, অর্থাৎ তাঁর বিদ্রূপাত্মক ভাবটিই বক্তব্য। পাঠক এই ভাবটি যখন বুঝে উঠতে পারেন, তখনই কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন,

> হেরলাম রুদ্র বল তারপর হয়,
> শুধু ভাসিয়া ভাত ও জল পান করে।
> দেখে মনুষ্যত্ব হল দশার অধীন
> নব বুদ্ধিস্থির-সোনা তার মূর্তি-মলিন
> তাও [illegible] ঠাকুর দৈত্য ছুটিছে নিয়া
> এদের দাড়ি গোঁফ-কামানো শিখা।

তখন তার ব্যঙ্গাত্মকতা সূক্ষ্ম পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

৪০। 'হাস্যরস প্রাচীনকালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো; যে ওর প্রয়োগ জানে, সে ওকে দিয়ে একেবারে যুদ্ধকে বাঁধিয়ে দিতে পারে, আর যে প্রয়োগ ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে' — হাস্যরস তাকেই হাস্যাস্পদ করে তোলে।'
ছিন্নপত্র, রবীন্দ্রনাথ, ৪৬।

ব্যঙ্গকার জগত ও জীবনকে তাঁর একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, মানব-সমাজ ও মানবচরিত্রের কোন একটি বিশেষ সমস্যা বা বিষয়ই তাঁর আলোচিতব্য, এর প্রয়োজনেই তাঁর লেখনীধারণ — তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে ব্যঙ্গকারের দৃষ্টি একদেশে। পুরো মানুষকে বা তার জীবনকে, জীবনের গোটা স্বরূপকে তিনি তাই দেখতে পাননা। মানুষের জীবন বা স্বভাবের কালো দিকটার দিকে দৃষ্টি দেবার ফলেই — তাঁর রচিত সাহিত্য হয় সংকীর্ণ, এবং ব্যঙ্গকারের জীবনের উপলব্ধিতে গভীরতা থাকে না। এই প্রশ্ন প্রায়ই উঠতে শোনা যায়। ব্যঙ্গকারের পক্ষে এটি একটি সমস্যা বিশেষ। মনে রাখা উচিত ব্যঙ্গকারেরা সকলেই সাধারণ মানুষ নন। তাঁরাও অনেকেই উন্নত বিচারবুদ্ধি দ্বারাই জগতকে মানুষকে, সমাজকে বিচার করেন। তবে সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ও অনেক ব্যঙ্গকার চালিত হন। এ-জন্যেই দেখা যায়, নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী চলতে গিয়ে কেউ কেউ প্রতিক্রিয়াশীলতা বা রক্ষণশীলতার অন্ধমতের হয়েও লড়াই করেন। অনেক সময় দলমতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দ্বারা চালিত হয়ে ব্যঙ্গকার বিপথে যান। Aristophanes গ্রীসের গণতন্ত্রের বিরোধিতা করে ছিলেন। Pope এবং Dryden এর মত ব্যঙ্গকারও পূর্বগ-টোরীদলের দলাদলির সুরে নাম লিখিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সংকীর্ণ রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যঙ্গের নিক্ষেপ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ক্ষোভাত্মক আক্রমণ চালিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁর 'মডেল ভগিনী' প্রভৃতি রচনার আবেদন অনেকটাই ক্ষুন্ন করেছেন।

ব্যঙ্গকারগণ কৌশলের প্রয়োজনে রূপকের ব্যবহারও করেন। এতে করে পরোক্ষব্যঙ্গ ভাবনার বিকাশ ঘটে। রূপকের আবরণ ও আধারে সমালোচনা শিখণ্ডীর মত আড়াল থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু ব্যঙ্গকারকেই তাই রূপকের সাহায্য নিতে দেখি। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত ব্যঙ্গকার Apulius - রচিত Golden Ass - এ জাতীয় রচনা। মধ্য যুগের Fable-গুলি, পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্প রূপকের আধারে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছে। মধ্যযুগের ফরাসীরচনা Roman de La rose-এ এমনি করে কৃত্রিম প্রণয়কলাকে (Art of Courtship) আঘাত হানা হয়েছে। Dryden-এর Achitophel মূলতঃ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, কিন্তু বাইবেলের

বাইবেলের David ও Absalom - এর পুরাণকাহিনীর আধারে পরিবেশন করা হয়েছে। Swift তাঁর Gulliver's Travel- এর রূপকল্পের আড়ালে বসে [illegible] নিপুণ আঘাত করেছেন সবকিছুকে — যা কিছুই তাঁর কাছে উপহাস্য বলে মনে হয়েছে। পুরাতন এর ঢঙে এর এমনি এক রচনা। রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন বা রক্তকরবীতে যে ব্যঙ্গ নেই, এমনটা নয়, তবে তাতে তার আবেদন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাঁর হিং টিং ছট্, 'তোতাকাহিনী'তে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণহীন আড়ম্বরকে প্রাণান্তকর বিদ্রূপ করেছেন। এবং তার অন্তঃসারশূন্য পরিণতি — 'পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিকে টিপিলেন। সে হাঁ করিলনা, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্ খস্ গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।'

ব্যঙ্গে সমালোচনার প্রয়োজনে যে আক্রমণ তাকে কিন্তু শিল্প হয়ে ওঠা চাই। আক্রমণ সুপরিকল্পিত করার জন্য ত বটেই, আরও একটি কথা মনে রাখা চাই এই প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত অমার্জিত গালাগালি, অশালীন নিন্দা-বিদ্বেষ বা কুৎসা রচনার মূলে যে-আচরণ ও প্রবৃত্তি, ব্যঙ্গ সাহিত্য তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। সে জন্য এ জাতীয় রচনায় কৃতিত্বলাভের জন্য অনেক বেশি প্রতিভা ও যোগ্যতার দরকার হয়। প্রথমত, বিষয় বা বস্তুটিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে, যাকে আঘাত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাকে উপস্থাপন করতে হবে। এই উপস্থাপনের কৌশল সম্পর্কে — কিভাবে, কোন দিক থেকে, কোন দৃষ্টিকোণ-এ উপস্থিত করলে রসসিক্ততা আসবে, সে-সম্পর্কে নিশ্চয় হতে হবে। এ-ব্যাপারে কোন ছক বা ফর্মূলা নেই। এটি নির্ভর করে লেখকের প্রতিভা এবং ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির কাছে। তিনি অসহিষ্ণু হয়ে সোজাসুজি আঘাত করতে চান, অথবা হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য পরোক্ষ ভাবে উপস্থিত করতে চান, সেটা তিনি নিজেই বুঝবেন, এবং কতক পরিমাণে তা যোগ্যতার উপরেও নির্ভর করবে। যদি সেই আক্রমণটি প্রচ্ছন্ন রূপকধর্মী হয় তবে Gulliver's Travel-এর মত রূপকের ধর্মটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে হবে। কল্পিত গল্পটিও এই প্রসঙ্গে একটি সুস্বাদু গল্প হওয়া হয়ে ওঠা চাই। যদি ছদ্ম-গাম্ভীর্য ভঙ্গী (Moc. Heroic) বিষয়বস্তুর প্রতি আক্রমণের বাহন হয়, তবে সে-শিল্পের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হবে। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর (Trifling) জিনিষকে অত্যন্ত বড় করে চিত্রণে বিষয়বস্তুটির হাস্যকরতা যতই না ফুটতে থাকে, রচনাকারীও ততই ছদ্ম-গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলতে থাকবেন।

আবার যেখানে Burlesque- পর্যিতাতে — অর্থাৎ একটি বড় বা মহৎ জিনিষকে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর করে তুলবার বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেন , সেখানেও লেখককে উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় তৎপর হতে হবে । তার অভাবে ইংরাজিতে যাকে বলে total effect তা হবে ক্ষতি । তাতেই দেখা যাচ্ছে এ রকম শিল্পরচনা প্রায় রাশার ক্ষুরের ওপরে বসতির মত । শিল্পগত সুষমার প্রতি একটু অমনোযোগিতাও দেখা রচনাটি হবে বিকৃত, অসংলগ্নটা বা মুক্ত নৃত্যের মত ।

এ জাতীয় রচনায় তাই লেখককে অনেক বেশি সংযম, ঔচিত্য, কৌশল, আতিশয্যাতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় । এই প্রয়োজনে ব্যঙ্গকারদের অলঙ্কার প্রয়োগেও সচেতন হতে হয় । বক্রোক্তি (Innuendo) bx, ব্যাজস্তুতি বা ব্যঙ্গবাক্য (Irony), ব্যঙ্গোক্তি (Sarcasm) অতিশয়োক্তি (Hyperbole)), আলঙ্কারিক-ঘাটিয়ে তাল, বিদগ্ধভাষণ (Epigram)), লঘু হাস্যরস (Humour), বুদ্ধিচাতুর্য (wit) এগুলি রচনাকৌশলের প্রয়োগে অন্যতম কর্তব্য । প্রতি সার্থক ব্যঙ্গকারের রচনাতেই এগুলি কিছু পরিমাণে ব্যবহৃত হয় । Swift যখন বলেন, " We christians, have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love each other." তখন স্পষ্ট তাবার পরিবর্তে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে ঘৃণা বা বিদ্রূপ প্রতিফলিত করে তোলার কৌশলটাই হয়ে ওঠে , — বলে এখানে সার্থক ব্যঙ্গোক্তির (Sarcasm) ব্যবহার ঘটেছে । আবার বঙ্কিম যখন বলেন, 'তাঁহারা ভক্তি, তাঁহারা মুক্তি, তাঁহারা সিদ্ধি, তাঁহারা গতি ।... তাঁহারা বাঙ্গালী, তাঁহারা বাঙ্গালী , দুর্গোৎসবে বৈঠকখানায় অর্থপ্রাপ্তি, এ পত্রিকার প্রমাণ হয় ।' তখন তাও প্রয়োজনে লেখকের ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম ভাবে প্রকাশিত হয় । Absalom and Achitophil - এর দ্বিতীয় পর্বে "Og" এর বর্ণনায় Dryden কর্তৃক অতিশয়োক্তি ব্যবহার সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় —

Round as a globe , and liquor'd ev'ry chink,
Godly and great he sails behind his link.

Pope তাঁর The Rape of the lock কাব্যে ইংল্যান্ডের ফ্যাশন-দুরস্ত নারীর চঞ্চলতা-চপলতা ও হাস্যকর আচার আচরণের নানা চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন । সেখানেও তাঁকে Anti-climax এর সাহায্য নিতে দেখছি —

No louder shricks to pitying heaven are Cast,
when husbands or when lap-dogs breathe their last.

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'ভারতউদ্ধার' কাব্যে আছে —

নিতান্তই যুদ্ধ যদি বাধে প্রাণনাথ,
আগুয়ান হাত ভরে দিই ছড়াইয়া ..

ব্যঙ্গ সাহিত্যের নাগরিক রচনাকারের সর্বপ্রধান অস্ত্র wit এবং উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিকোণ থেকে wit জীবনকে বিচার করে, সমালোচনা করে। নির্মম চাবুকের ঘায়ে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। Wit শুধু বুদ্ধির দীপ্তি ও বাকচাতুরিই নয়, তার চাইতেও বেশি। Pope-এর ভাষায় —

"True wit is nature to advantage dressed,
What was thought but ne'er so well expressed."

Wit-এর ব্যবহারের আকস্মিকতার আঘাতে জড়তা-পঙ্গুতা থেকে মুক্তি দেখাবার গুরুত্বের অপ্রত্যাশিত চমৎসৃষ্টি হয়।[৪১] বস্তুবিবরের এমন একটি সত্যের চকিত আলোক বর্ষণে পাঠক যে চোখ মেলে জানায়, মনেও তেমনি বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। এই wit-এর আতিশয্য থেকেই Satire-এর সৃষ্টি হয়।[৪২] আধুনিককালে দেখা যাচ্ছে wit-এর ব্যবহারের ব্যবহারকারীরা আগেকার চাইতে আরও তীব্রতর আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। আগেকার Juvenal বা Horace এর চাইতে এ-যুগের Bernard Shaw বাকচাতুরীর মুনশি ছড়িয়ে মানব জীবনের যেমন সর্বাঙ্গীণতার আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়েছেন, — মানুষের ভণ্ডামি, যুগজীবনের সব রকমের অপদার্থতা, মানসিক জড়তা, সামাজিক উদাসীনতা, সংস্কার, অভ্যাসের অনুভূতিশূন্যতা, সম্পত্তির স্বার্থপরতা ও

৪১। P.Choudhury -- Rabindranath's Wit & Human. V.B. Quarterly, Tagore Birthday Number.P115.

৪২। কমলাকান্তের দপ্তরের ভূমিকায় ৺ প্রমথনাথ বিশী বলেন, 'হিউমার বা wit এর মধ্যে আছে বুদ্ধির দীপ্তিও দাহ। বৈদ্যুতিক আলোর স্ফুলিঙ্গে হীরকখণ্ড প্রতিফলিত হইলে যে দীপ্তি, দাহ ও শুভ্র উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে তাহাতে চোখ ধাঁধিয়া যায় — কোনদিকে তাকানো যায় না, হিউমার বা wit — সেই দীপ্তি, দাহ ও তীব্রতা।'

মানবসভ্যতা সমস্ত কিছুকেই জর্জরিত করেছেন। হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়েই জীবনের গভীরতম সত্যকে [illegible] খোঁচা দিয়েছেন, প্যারাডক্সএপিগ্রামের আঘাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের আবরণ উন্মোচন করেছেন তিনি। বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা ও শিল্পচেতনার এমনি সার্থক বিন্যাস Huxley- তেও। যুদ্ধ ও প্রযুক্ত বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের ভয়ঙ্কর রূপ আবিষ্কার করে তিনি এমনি করে দেখালেন যে মানুষ পরবর্তীযুগে পশুত্বেরই আরাধনা করবে। মার্জিত বুদ্ধির উত্তাপে রবীন্দ্রনাথেও এই wit- এর উজ্জ্বল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।[৪৩] শ্রদ্ধেয় জীবেন্দ্র সিংহ রায় প্রমথ চৌধুরীতেও এই বৈশিষ্ট্য দেখেছেন। বীরবলের হালখাতা, বীরবলের টিপ্পনী ইত্যাদি গ্রন্থে বাঙালীর নিশ্চিন্ততা, স্থূল রসপ্রিয়তা —এককথায় তাদের জীবন নিয়ে সমালোচনা করেছেন, করেছেন বিদ্রূপ। প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর wit- এর বাঁকা তলোয়ার ...... বাঙালী জীবনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার অসঙ্গতির হাস্যোদ্দীপক চিত্র উদ্ঘাটিত করেছে...।[৪৪] প্রমথ চৌধুরীর অন্য বুদ্ধিমূলক ব্যঙ্গ। এই দিক থেকে শঙ্করের সঙ্গে তার মিল আছে।

এখন পর্যন্ত আলোচনায় ব্যঙ্গ-সাহিত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখা গেল ব্যঙ্গ-লেখকের প্রয়োজন একটি বিষয় উপস্থিত করা। এই উপস্থাপনার প্রয়োজনে তাঁকে অতিশয়োক্তি করতে হয়, বিষয়টিকে আকারে বাড়াতে হয়, সরলার্থকে বিকৃত করতে হয়, পাঠককে প্রতারণার কৌশলেরও আশ্রয় নিতে হয় —আসল সত্যটিই তাঁর কাছে একমাত্র দেখার জিনিষ।[৪৫] কিন্তু এও হল বেশি প্রাচীন, কথা ও অলঙ্কারযুক্ত আনুষ্ঠানিক যুগের কথা। বিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ এমনই সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ যে তাকে শুধু ব্যঙ্গ বলে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা দেবার উপায় নেই। পূর্ব-রীতি অনুযায়ী ব্যঙ্গকে আমরা বিষয়ানুযায়ী ধর্মীয়, সাধারণ, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিভিন্ন পংক্তিতে ভাগ করতে পারতাম, এ যুগের ব্যঙ্গে এ-সব প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সন্ধানও অর্থহীন —। ব্যঙ্গচেতনা এ যুগের সাহিত্যচেতনার সঙ্গেও প্রায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। ব্যঙ্গ-সাহিত্য বলে আলাদা পংক্তিভুক্ত করতে পারি না। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই আমরা সমাজ সচেতন হয়ে ব্যঙ্গের প্রয়োজন বেশি করে অনুভব করছি, ততই

৪৩। 'পরিণত বয়সে এক জাতীয় ব্যঙ্গরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নতুন সৃষ্টির রচনা করেছে। আঘাতের সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতায় এই জাতীয় ব্যঙ্গ অপূর্ব।' রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস অধ্যাপক সরোজকুমার বসু, পৃঃ ৩৫।

সভ্যতা, ভব্যতা, নম্রতা প্রভৃতি গুণগুলিকে বেশি করে দাম দেওয়া হচ্ছে, ততই আমাদের মধ্যে রেষারেষি, হানাহানি, ঈর্ষা, কাপট্যগুলির প্রভাব বাড়ছে। নানা মিথ্যা ব্যবহার, লোকাচার, নানা প্রচার ইত্যাদির প্রভাবহেতু বিস্তর জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। যুগ বিবর্তনও আমাদের পরিবারে দুর্নীতিরাশির আবেশ দেখা দিয়েছে, নানা কূটচক্র, শাঠ্য, ক্ষুদ্রমনতা, কূটবুদ্ধতা, অশিষ্টতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার আখড়া হচ্ছে মানুষের জীবন। আলালের যুগের জীবনে ধর্মীয় অনাচার, পাপ পতন, প্রমাদ প্রাপ্তি ইত্যাদি কিছু বেশি ছিল বটে, কিন্তু তার প্রকাশ ছিল সরল ও আদিম। তাই সহজেই তাদের চিনে ওঠা যেত। ব্যঙ্গকারেরাও দুর্বোধদের মত পদা চাপিয়ে প্রয়োজনে তাদের ~~উন্মুক্ত~~ উলঙ্গ করতেন, কিন্তু উঠো পরিহাস উপহাসও লেখা যেত উচ্চকণ্ঠে। কিন্তু একালে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির প্রভাবে মানুষের জীবন যখন প্রায় নিয়ন্ত্রিত, যখন যান্ত্রিকতায় হারিয়ে মানুষেরও চেহারা প্রায় ~~লুপ্ত~~ লুপ্ত হবার পথে। একালের সাহিত্যিক লেখকও তাঁর প্রিয় মানব-সমাজের এই রূপের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। তাই একালে তাই নগ্ন রূপ, তির্যক ইঙ্গিত, বক্র কটাক্ষ ও বুদ্ধিবৃত্তির মাধুর্য প্রভৃতি আশ্রয় করেছে। [৪৬]

আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এ-যুগের ব্যঙ্গকারগণ ব্যক্তি সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের পাপ পতন নিয়ে মাথা ঘামান না, তাদের গ্লানি-পঙ্ক বা ধর্মীয় অনাচার ব্যভিচারও আলোচিতব্য নয়। পরিবর্তে সচেতন বাণীভঙ্গি ও উন্নত মনন-চেতনা আশ্রয় করে সমগ্র পৃথিবীর পটভূমিকায় মানব-সভ্যতা ও মানুষ সম্পর্কে ভাবেন। তাঁদের মনন ও শিল্পচাতুর্য দুর্মুখদের দিয়ে অনুপ্রাণিত নয়, তাই আবেদনও সীমিত পরিবেশনার নয়। তাঁদের সাহিত্য বৈদগ্ধ্যময়, বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া সত্ত্বেও রসসম্পর্কে সুনিশ্চিত।

~~৪৪। উদ্ধৃত দ্বিজেন্দ্র শিল্প রায়, প্রমথ চৌধুরী, পৃঃ ৯৬।~~

৪৫। "The satirist is putting a case, and to put it effectively he magnifies , diminishes, distorts, cheats : the end with him will always justify the means " English Satire, Sutherland , P.20.

৪৬। এই প্রসঙ্গে বিদগ্ধতা ও বক্তিদের সেই উক্তিটি মনে হয়। দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় বঙ্কিম একদা বলেছিলেন,— 'আলালের রসিক সাহিত্যিকদের ন্যায় লোহার লাঠি লইয়া সকলের মস্তকে আঘাত করিতেন। মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা তাঁহাদের মত শুধু মাধুর্যের খানি বাহির করিয়া কান চুঁচ করিয়া আমার স্থানে বসাইয়া দেন জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ফোঁটায় ফোঁটায় বাহির হইয়া যায়।'

Aldous Huxley-এর Brave New World রচনাটি এমনি এক উদাহরণ । নিকট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর যে-চেহারা তিনি মানসদর্পণে দেখতে পেয়েছেন তারই এক আশ্চর্য ব্যঙ্গ-কথা এই রচনাটি । আগেই বলেছি , বর্তমান যুগের লেখক ব্যক্তি-মানুষের পরিবর্তে গোটা মানবসমাজকেই সমালোচনার লক্ষ্য করেন । নতুন যুগের ব্যঙ্গদৃষ্টির লক্ষ্য মানুষকে রক্ষা করা । প্রিয় মানবসমাজের ধ্বংসাত্মক পরিণতির হাত থেকে বাঁচানো ।[46] যুদ্ধে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ভয়াবহ রূপে ও মানবসমাজের জন্যে আতংকে এ যুগের লেখকচিত্তগুলি ক্ষুব্ধ, এবং তাই মানবজাতির প্রতি প্রচণ্ড বিদ্রূপ তাঁদের ব্যঙ্গরচনাতেও । তৃতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সভ্যতায় এ্যাটমের প্রতিক্রিয়ার বীভৎস চিত্রও এখানে অংকিত । ফ্যাসিজমের প্রতি ঘৃণায় , নারকীয় হত্যাসাধনের চরম বর্বরতার প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ এই সব রচনাগুলি। বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকে ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনসাধারণ ও সমগ্র পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষদের বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জনসনের সদম্ভ মারমূর্তিকেও অল্পদিন আগে এমনি করে ব্যঙ্গাঘাতে জর্জরিত করেছে আমেরিকারই এক তরুণ । আত্মমগ্ন পরিকল্পিত ও উপস্থাপিত Macbeth-এর প্যারডিতে । নাটকটির নাম Macbird ; এতে Jonson-এর কী অদ্ভুত হাস্যকর স্বরূপই না উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে । —

Messenger :	Beatniks burning draft Cards.
Macbird :	Jail 'em !
Mess :	Negroes starting sit-ins.
Mac :	Gas 'em !
Mess :	Latin rebels rising.
Mac :	Shoot 'em !

---

46. " To some extent it might be said that the emphasis in modern satire has shifted from individual to mankind, and that the satirist is now Concerned to save the human race, either from complete extinction, or from a change , so fundamental that its essential humanity would be lost."-- English Satire ,J.Sutherland , P 28.

Mess : Asian peasants arming.

Mac : Bomb 'em !
Flush out this filthy scum ;
Destroy dissent
It is treason to defy your
tresodent."[47]

এইভাবে দেখা যাচ্ছে , প্রাচীন যুগ থেকে সুরু করে বর্তমান যুগের এই দশক পর্যন্ত ব্যঙ্গ-ভাবনার উল্লেখযোগ্য বিস্তার ও ক্রমোন্নতি ঘটেছে । এবং বর্তমান কালে তার প্রয়োজন আরও বেশি করে দেখা দিয়েছে ।

ব্যঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ , উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করবার আগে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন অনুভব করি । যুগে যুগে ব্যঙ্গ সাহিত্যের এক বিশেষ অবলম্বনীয় হয়েছে নারী । নারী সমাজের প্রতি আক্রমণে ব্যঙ্গকারদের সেই প্রাচীন যুগ থেকেই সচেতন দেখতে পাই । পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য — সর্বত্রই এ ব্যাপারে ব্যঙ্গলেখকদের মধ্যে মিল আছে । প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে যে নারীর স্থান , সে ত সমাজস্থিতির মেরুদন্ড। কিন্তু সেই নারীর স্বভাবে আছে আদিযুগ থেকেই নানা চপলতা — চঞ্চলতা ও চটুলতা — যা ব্যঙ্গকারদের আক্রমণের বস্তু হতে বাধ্য । নারীর প্রতি অবিশ্বাস , নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার প্রতি সন্দেহ সংশয় , নারীজীবনের উচ্ছৃংখলতার প্রতি বিশেষ সবদেশেই ব্যঙ্গকারদের প্রেরণা জুগিয়েছে । ভারতীয় 'পদ্মপুরাণ' বলছে —

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃপুমান্ ।
তস্মাদ্ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকস্থানে চ ধারয়েৎ ॥
যথৈব মত্তমাতঙ্গং সৃণিমুদ্গর যোগতঃ ।
স্ববশং কুরুতে যন্তা তথা স্ত্রীনাং প্রবঞ্চক: ॥

---

47. From the Essay -- "Jonson assailed by Right and left alike , Written by Sri Jyotirmoy Datta, the Statesman, December 29, 1966.

[illegible] ।
[illegible] ॥

'মৃচ্ছকটিকম্' এর এই দৃষ্টান্তটি ব্যঙ্গ-সাহিত্যে নয়। কিন্তু যে ব্যাপক আক্রমণ [illegible] নিঃসংশয়ে এখানে নারীর প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে তা উপলব্ধি করা যায়। পঞ্চতন্ত্র বা কথাসরিৎসাগরের কোন কোন আখ্যানে নারীকে নিয়ে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ আছে। কাশীদাসের কিংবা পণ্ডিত কবি মুকুন্দরামের রচনাতেও তার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের Hipponax নারীদের প্রতি আক্রমণ প্রয়োগ করতে গিয়ে বলেছেন যে নারী মাত্র দুটি দিন পুরুষের জীবনে সুখ নিয়ে আসে — "One when he marries her, the other when he buries her." 49 রোমান সাহিত্যের Juvenal এর Sixth Satire- এ নারীর প্রতি এই আক্রমণের সুরই শোনা যায় — " Oh, may the God save us from a learned wife."[50] ইংরাজ কবি চসারের ক্যান্টারবেরির গল্পে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে মধ্যে নারীকে নিয়ে বিদ্রূপ। — চসারের wife of Bath - এর কথা নারী, যে বারো বছর বয়সের মধ্যে পাঁচটি বিয়ে করেছিল, তার মূলের বিদ্রূপটুকু কী উপভোগ্য। অন্যত্রও দেখি নারীর চরিত্রহীনতারই আক্রমণ ঃ

> A faithful servant shows more diligence
> In guarding your possessions than a wife,
> For she claims half you have throughout your life.." 51.

ইংরাজি সাহিত্যের অনেকক্ষেত্রেই এই জাতীয় বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রে নারীচরিত্র নিয়ে দুর্নীতি ব্যঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। 'সতীশচন্দ্রের পতিনিন্দা' অংশটিতে এই প্রয়োজনে তিনি কাজে লাগিয়েছেন বিশেষভাবে। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কবিতায় শিক্ষিত নারীসমাজকে নিয়ে কী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আক্রমণই না করেছেন। এই সেদিন রবীন্দ্রনাথের মত লেখকও তাঁর 'সেদিনের কবিতা'য় কোটি শিক্ষিত প্রমুখ উৎকটীয় নারীদের নিয়ে কী তীক্ষ্ণ শ্লেষই না করেছেন। আধুনিককালের সাহিত্য থেকে ও তার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

৪৯। The life of Greece, Will Durant, 143.
৫০। Caesar and Christ, Will Durant, P. 438.
৫১। Merchants Tale (Nevill Coghill edition.)